পাক্ষিক

আহ্‌মদী

Fortnightly AHMADI

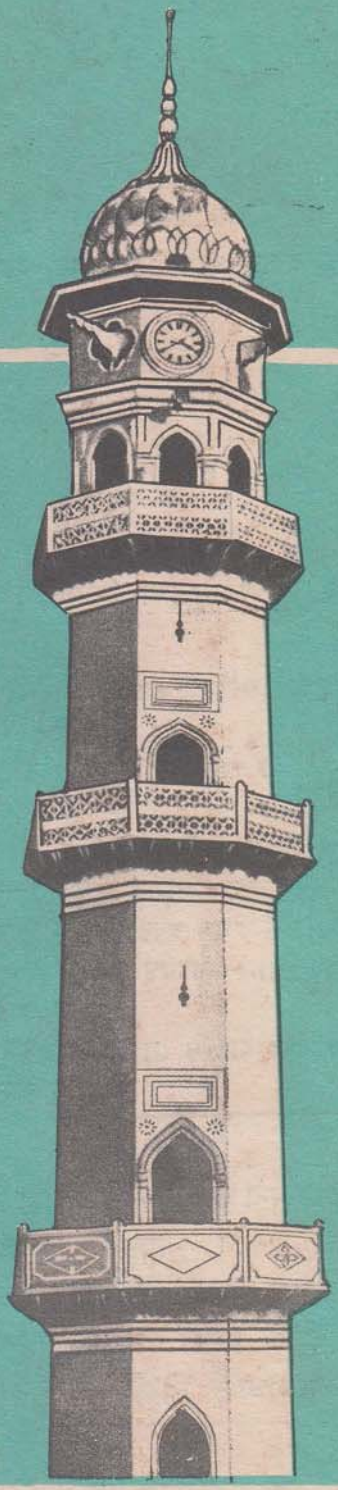

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসুল ও শাফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না"।

—হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)

নব পর্যায়ে ৪০শ বর্ষ ॥ ১৯ ও ২০শ সংখ্যা
২৯শে জমাদি-উস-সানি, ১৪০৭ হিঃ ॥ ১৫ই ফাল্গুন ১৩৯৩ বাংলা ॥ ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৭ইং
বার্ষিক চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত ৩০.০০ টাকা ॥ অন্যান্য দেশ ৫ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক ৪০ বর্ষঃ
'আহ্‌মদী' ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৭ ১৯ ও ২০শ সংখ্যাঃ

বিষয়	লেখক	পৃঃ
* তরজমাতুল কুরআন : সূরা ইব্‌রাহীম (১৪শ পারা ৩য় রুকু)	মূল : হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	১
* হাদীস শরীফ :	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৩
* অমৃতবাণী :	হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ	৫
* জুমুআর খোৎবা :	হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) অনুবাদ : জনাব নজির আহমদ ভূইয়া	৭
* জুমুআর খোৎবা (সারসংক্ষেপ) :	হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ	১৭
* হুজুর (আইঃ)-এর পবিত্র পয়গাম :	হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) অনুবাদ : জনাব এ, কে, রেজাউল করীম	২২
* ন্যাশনাল আমীর সাহেবের উদ্বোধনী ভাষণ :	মৌঃ মোহাম্মাদ	২৩
* একটি ঐশী-প্রতিশ্রুত আন্দোলনের রূপরেখা—২৪ :	জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	২৯
* সুলতানুল কলম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর গ্রন্থ-পরিচিতি ১৮ :	জনাব মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ	৩৪
* কবিতা :	জনাব মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান	৩৫
* যেহানাৎ ও সেহেতে জিসমানী :	জনাব শেখ আহমদ গণি	৩৬
* সংবাদ :		৩৭

আখবারে আহমদীয়া

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মুমেনীন খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) আল্লাহ্‌তায়ালার ফযলে লণ্ডনে কুশলে আছেন। আলহামদুলিল্লাহ।

সকল ভ্রাতা ও ভগ্নি হুজুরের সুস্বাস্থ্য ও কর্মক্ষম দীর্ঘায়ুর জন্য এবং গালবায়ে-ইসলামের লক্ষ্যে আল্লাহতায়ালা যেন তাঁহার সকল পদক্ষেপে তাঁহাকে সাফল্যমণ্ডিত ও সর্বতোভাবে বিজয়ী করেন তজ্জন্য নিয়মিত সকাতর দোওয়া জারী রাখিবেন।

ভুল সংশোধন

পাক্ষিক আহমদীর ৪০শ বর্ষ ১৮শ সংখ্যায় 'সন্তান তওল্লাদ' কলামে '২৭শে ডিসেম্বর '৮৭ইং' পরিবর্তে '২৭শে জানুয়ারী ৮৭ইং' হইবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ে ৪০শ বর্ষ : ১৯ ও ২০শ সংখ্যা

২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৭ইং : ২৮শে তবলীগ ১৩৬৬ হিঃ শামসী : ১৫ই ফাল্গুন ১৩৯৩ বাংলা

তরজমাতুল কুরআন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সূরা ইব্‌রাহীম

[ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহার ৫৩ আয়াত এবং ৭ রুকূ আছে]

১৪শ পারা

১। আল্লাহর নামে, যিনি অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

২। আলিফ-লাম-রা, ইহা এক কামেল কিতাব যাহা আমরা তোমার উপর এই জন্য নাযিল করিয়াছি যেন তুমি মানব জাতিকে তাহাদের রাব্বের অনুমতিক্রমে অন্ধকাররাশি হইতে বাহির করিয়া নূরের দিকে আন, (অর্থাৎ) মহা পরাক্রমশালী ও প্রশংসনীয় আল্লাহর পথে।

৩। সেই আল্লাহর পথে, আসমান সমূহে যাহা কিছু আছে এবং যমীনে যাহা কিছু আছে সব তাঁহারই; এবং পরিতাপ কাফিরদের জন্য কঠোর আযাবের কারণে।

৪। যাহারা পার্থিব জীবনকে পরকালের (জীবনের) মোকাবেলায় প্রিয়তর জ্ঞান করে এবং (লোকদিগকে) আল্লাহর পথ হইতে বিরত রাখে এবং উহাকে বক্র করিতে চাহে, এই সকল লোকই ঘোর ভ্রান্তিতে পড়িয়া আছে।

৫। এবং আমরা কোন রাসূলকেই তাহার (জাতির) ভাষায় (ওহী) ব্যতিরেকে পাঠাই নাই, এইজন্য যেন সে তাহাদের নিকট (বিষয়াবলী) স্পষ্ট করিয়া বর্ণনা করিতে পারে; অতঃপর আল্লাহ যাহাকে চাহেন পথভ্রষ্ট হইতে দেন এবং যাহাকে চাহেন হেদায়াত দেন; বস্তুতঃ তিনিই মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

৬। এবং নিশ্চয় আমরা মূসাকেও আমাদের নিদর্শনাবলী সহ পাঠাইয়াছিলাম এই বলিয়া যে, 'তুমি তোমার কওমকে অন্ধকাররাশি হইতে বাহির করিয়া নূরের দিকে আন; এবং তাহাদিগকে আল্লাহর দিনগুলি স্মরণ করাও,' নিশ্চয় ইহাতে প্রত্যেক পরম ধৈর্যশীল, শোক্‌রগুযার লোকের জন্য অনেক নিদর্শন আছে।

৭। এবং (স্মরণ কর) যখন মূসা তাহার কওমকে বলিয়াছিল, 'তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহর সেই নিয়ামত স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদিগকে ফিরআউনের কওম হইতে বাঁচাইয়াছিলেন যাহারা তোমাদিগকে গুরুতর আযাব দিত এবং তোমাদের পুত্র সন্তান দিগকে নৃশংসভাবে হত্যা করিত এবং তোমাদের নারীদিগকে জীবিত রাখিত, বস্তুতঃ ইহাতে তোমাদের জন্য তোমাদের রাব্বের পক্ষ হইতে মহা পরীক্ষা ছিল।' **১ম রুকূ**

৮। যখন তোমাদের রাব্ব্ ঘোষণা করিয়াছিলেন, 'যদি তোমরা শোক্রগুযার হইয়া চল, তাহা হইলে নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে আরো বেশী দিব, কিন্তু যদি তোমরা না শোক্রগুযার হও, তাহা হইলে (স্মরণ রাখিও) আমার আযাব বড়ই কঠোর।'

৯। এবং মূসা বলিয়াছিল, 'যদি তোমরা এবং বাকি লোক যাহারা যমীনে বাস করে সকলেই কাফির হইয়া যাও, তথাপি (আল্লাহর কোন ক্ষতি হইবে না, কেননা) আল্লাহ নিশ্চয় বেপরোয়া প্রশংসাভাজন।'

১০। তোমাদের নিকট কি তাহাদের সংবাদ পৌঁছে নাই, যাহারা তোমাদের পূর্বে ছিল যেমন নূহ, আ'দ এবং সামূদের কওম, এবং যাহারা তাহাদের পরে হইয়াছিল, যাহাদিগকে কেবল আল্লাহ ব্যতীত কেহই জানে না; যখন তাহাদের নিকট তাহাদের রাসূলগণ উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী লইয়া আসিয়াছিল তখন তাহারা তাহাদের হস্ত সমূহ দ্বারা তাহাদের মুখ চাপিয়া ধরিয়াছিল এবং বলিয়াছিল 'যে বিষয়সহ তোমরা প্রেরিত হইয়াছ, নিশ্চয় আমরা উহাকে অস্বীকার করিলাম, কারণ যে বিষয়ের প্রতি তোমরা আমাদিগকে আহ্বান করিতেছ উহার সম্বন্ধে আমরা নিশ্চয় অস্বস্তিকর সন্দেহের মধ্যে নিপতিত আছি।'

১১। তাহাদের রাসূলগণ বলিয়াছিল, '(তোমাদের) কি সেই আল্লাহ সম্বন্ধে সন্দেহ, যিনি আসমান সমূহের ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা? তিনি তোমাদিগকে এই জন্য আহ্বান করিতেছেন, যেন তিনি তোমাদিগকে তোমাদের পাপ সমূহ ক্ষমা করিয়া দেন; এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদিগকে অবকাশ দান করেন; তাহারা বলিল, 'তোমরা আমাদেরই মত মানুষ ব্যতীত কিছুই নহ, তোমরা চাহিতেছ, আমাদের পিতৃপুরুষগণ যাহাদের ইবাদত করিয়া আসিতেছে উহা হইতে আমাদিগকে হটাইয়া দিতে; অতএব তোমরা আমাদের নিকট কোন সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ আনয়ন কর।'

১২। তাহাদের রাসূলগণ তাহাদিগকে বলিয়াছিল, আমরা তোমাদেরই মত মানুষ বটে, কিন্তু আল্লাহ নিজ বান্দাদের মধ্য হইতে যাহার উপর চাহেন বিশেষ অনুগ্রহ করেন এবং ইহা আমাদের ইখতিয়ারে নাই যে, আল্লাহর আদেশ ব্যতিরেকে আমরা তোমাদের নিকট কোন দলিল-প্রমাণ আনি এবং মু'মিনগণকে (একমাত্র) আল্লাহর উপরই নির্ভর করা উচিত;

১৩। এবং আমাদের কি কারণ আছে যে, আমরা আল্লাহর উপর নির্ভর করিব না, অথচ তিনি আমাদিগকে আমাদের পথ দেখাইয়াছেন? অতএব তোমরা আমাদিগকে যে দুঃখ দিতেছ উহার উপর নিশ্চয় আমরা সবুর করিয়া যাইব; বস্তুতঃ নির্ভরশীলগণকে একমাত্র আল্লাহর উপরই নির্ভর করা উচিত।' **২য় রুকূ**

(ক্রমশঃ)

হাদিস শরীফ

আক্কেল-বুদ্ধি ও মেধা, পরোপোকার ও সহানুভূতি, সমবেদনা ও সাহায্য

১। হযরত আবু হুরাইরাহ্ রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "মুমেন এক ছিদ্রে কখনো দুইবার দংশিত হয় না।" ('মুসলিম, কিতাবুয-যুহুদ, 'বাবু লা-ইয়াল-দাগুল-মোমেনু মিন জুহ্রিন মার্রাতাইন ; ২:৩৫৪পৃঃ)

২। হযরত আবু হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহুতায়ালা আন্হু বলেন : "এক ব্যক্তি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল : খুব ক্ষুধা পাইয়াছে, অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে। তিনি (সাঃ) গৃহে খবর করিলেন : 'কিছু খাবার থাকিলে পাঠান হউক'। উত্তর আসিল, পানি ভিন্ন কিছু নাই। ইহাতে তিনি (সাঃ) মজলিসে উপস্থিত ব্যক্তিগণকে ফরমাইলেন : 'আজ রাত্রিতে কে ইহাকে খাওয়াইবে'? এক আনসারী নিবেদন করিলেন : 'আল্লাহ্র রাসূল, আমাকে ইহার মেহমান-নেওয়াজির সম্মান দেওয়া হউক'। ফলে সেই আনসারী তাহাকে লইয়া গৃহে গেলেন এবং তাঁহার বিবিকে বলিলেন : 'আল্লাহ্র রাসূলের (সাঃ) এই মেহমান। ইহার সমাদারে কোন ত্রুটি যেন না হয়। বিবি বলিলেন, শুধুমাত্র বাচ্চাদের জন্য সামান্য খাবার আছে'। ইহাতে আনসারী বলিলেন, তাহাদিগকে কোনরূপে ভুলাইয়া ঘুম পাড়াইয়া দাও। মেহমান খাওয়ার জন্য ভিতরে আসিলে বাতি নিভাইয়া দিব। অন্ধকারে এরূপ ভাব প্রকাশ করিব যে আমরাও মেহমানের সহিত আহার করিতেছি। বস্তুতঃ, তাঁহারা এরূপই করিলেন। তাঁহারা মেহমানের পার্শ্বে বসিয়া রহিলেন। মেহমান খাইতে লাগিলেন। মেহমানকে ঐরূপে আহার করাইয়া তাঁহারা স্বামী-স্ত্রী ভুখা রহিলেন। প্রত্যুষে যখন সেই আনসারী আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলেন, তখন হুজুর (সাঃ) ফরমাইলেন, 'তোমরা দুইজন রাত্রিতে মেহমানের সঙ্গে যে উত্তম ও অপূর্ব এবং অভিনব ব্যবহার করিয়াছ, তৎ-দর্শনে আল্লাহতায়ালাও আসমানে প্রীত ও খোশ হইতেছিলেন। ('মুসলিম,' কিতাবুল-আশ্রাবাহ্ ১-১ : ৩০৪ পৃঃ)

৩। হযরত আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন, "দুই ব্যক্তির খাবার তিন ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট এবং তিন ব্যক্তির খাদ্য চারি ব্যক্তির জন্য।" অন্য এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত যে, আঁ-হযরত

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন ; "এক ব্যক্তির খাদ্য দুই ব্যক্তির জন্য, দুই ব্যক্তির আহার চারি ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট।"

('মুসলিম, কিতাবুল-আশরাবাহ, 'বাবু ফযিলাতিল্-মুওয়াসাতে ফিৎ-তায়াম ; ১-২ঃ৩০)

৪। হযরত সাহ্‌ল বিন্ সা'দ রাযিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু বলেন 'এক স্ত্রীলোক স্বহস্তে নির্মিত মনোহর চাদর উপস্থিত করিয়া নিবেদন করিল, আমি আপনাকে (সাঃ) পরাইবার উদ্দেশ্যে নিয়া আসিয়াছি, ইহা আমার হাতে তৈরী করিয়াছি। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম চাদরটি বড়ই প্রীতির সহিত গ্রহণ করিলেন এবং লুঙ্গিরূপে পরিধান করিলেন ; বাহিরে তশরীফ আনিলেন। এক ব্যক্তি তাঁহার (সাঃ) নিকট আরজ করিল : হুজুর (সাঃ) চাদরটি বড় সুন্দর ! আপনি আমাকে পরাইয়া দিন। তিনি ফরমাইলেন, 'আচ্ছা', তোমাকে দিব।' কিছু সময় মজলিসে তশরীফ রাখিবার পর গৃহে যাইয়া চাদরখানি ভাঁজ করিয়া সেই ব্যক্তিকে পাঠাইয়া দিলেন। লোকে ঐ ব্যক্তিকে গাল-মন্দ বলিতে লাগিল। তাহারা কহিল,' তুমি বড়ই মন্দ হরকত করিয়াছ। হুজুর (সাঃ)-এর ইহার প্রয়োজন ছিল। ইহা জানা সত্ত্বেও যে, হুজুর কাহারো সওয়াল ব্যর্থ (রদ) করেন না, তবু হুজুর (সাঃ)-এর নিকট হইতে চাহিয়া লইলে ?' ইহাতে ঐ ব্যক্তি বলিল, 'খোদার কসম, পরার জন্য নেই নাই। আমার কাফনের জন্য রাখার উদ্দেশ্যে চাহিয়াছি।" সাহ্‌ল (রাযিঃ) বলেন, "বস্তুতঃ তাহার মৃত্যুর পর এই চাদরেই তাহাকে কাফন-দাফন করা হইয়াছিল।"

('হাদিকাতুস সালেহীন' গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ)

অনুবাদ : **এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার**

"সেই ব্যক্তিও বড়ই নির্বোধ, যে এক দুরন্ত, পাপী, দুরাত্মা এবং দুরাশয় ব্যক্তির পীড়নে চিন্তিত ; কারণ সে (দুরাশয় ব্যক্তি) নিজেই ধ্বংস হইয়া যাইবে। যদাবধি খোদা আকাশ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তদাবধি এরূপ ব্যাপার কখনও ঘটে নাই যে, আল্লাহ সাধু ব্যক্তিকে বিনষ্ট ও ধ্বংস করিয়াছেন এবং তাহাদের অস্তিত্ব বিলোপ করিয়া দিয়াছেন ; বরং তিনি তাহাদিগের সাহায্যকল্পে চিরকালই মহা নিদর্শন সমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন এই এখনও করিবেন।" ['আমাদেরশিক্ষা' ৯৭ পৃঃ] —হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃতবাণী

হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর উচ্চতম মর্যাদা

অমর রসুল হিসাবে তাঁহার আধ্যাত্মিক কল্যাণ প্রবহমানতার অকাট্য প্রমাণ

"এক সময় ছিল, যখন ইঞ্জিলের প্রচারকগণ হাটে-বাজারে ও পথে-ঘাটে ঘুরিয়া ফিরিয়া অত্যন্ত অশ্লীল ভাষায় এবং প্রতারণামূলকভাবে আমাদের প্রভূ ও নেতা খাতামুল আম্বিয়া, নবী শ্রেষ্ঠ, পবিত্র ও নিষ্ঠাবানদিগের শিরোমণি ও খোদার প্রিয়তম রসুল হযরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি এই মিথ্যা রটনা করিয়া বেড়াইতেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কর্তৃক কোন ভবিষ্যদ্বাণী অথবা মো'জেযা বা অলৌকিক ক্রিয়া প্রকাশিত ও প্রদর্শিত হয় নাই; আর এখন অবস্থা এই যে, আমাদের প্রভূ ও নেতা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সেই সমস্ত সহস্র সহস্র মো'জেযা ব্যতীত, যাহা অতি প্রামাণিক ও ধারাবাহিক ভাবে কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত রহিয়াছে, আল্লাহতায়ালা তাঁহার এই দাস ও অধমের মাধ্যমে অভিনব ও নিত্য নতুন শতাধিক এমন ঐশী নিদর্শনও প্রকাশ করিয়াছেন এবং করিতেছেন যে, কোন বিরুদ্ধবাদী ও অস্বীকারকারী উহাদের মোকাবিলা করার ক্ষমতা রাখে না। আমি অত্যন্ত নম্রতা ও বিনয়ের সহিত প্রত্যেক খৃষ্টান এবং অপরাপর বিরুদ্ধ-বাদীদিগকে বলিয়া আসিতেছি এবং এখন পুনরায় বলি, ইহা বাস্তবিকই সত্য কথা যে, প্রত্যেক ধর্মের পক্ষে উহা আল্লাহর তরফ হইতে সমাগত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া সাব্যস্ত হওয়ার জন্য ইহা অত্যাবশ্যকীয় যে, উহাতে সর্বদা এরূপ মহাপুরুষগণের আবির্ভাব হইতে থাকিবে, যাঁহারা তাঁহাদের পথ প্রদর্শক নবী ও রসুলের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী হইয়া ইহা প্রমাণ করিবেন যে, সেই নবী ও রসুল আপন অধ্যাত্মিক কল্যাণরাশীর প্রবাহমান থাকার দিক হইতে মৃত নহেন, বরং জীবিত। কেননা সেই নবী যাহার অনুগমন করা হইতেছে এবং যাঁহাকে যোজক ও ত্রাণকর্তারূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, তাঁহার জন্য ইহা অত্যাবশ্যকীয় যে, তিনি যেন তাঁহার আধ্যাত্মিক কল্যাণ-প্রবহমানতার দিক হইতে জীবন্ত ও অমর প্রতিপন্ন হন।

বস্তুতঃ আপন দেদীপ্যমান চেহারার সহিত সম্মান ও উচ্চ মর্যাদা ও মহিমার উচ্চমার্গে তাঁহার অবস্থিতি, চিরঞ্জীব, সংরক্ষণকারী ও সর্বশক্তিমান খোদার দক্ষিণ পার্শ্বে তাঁহার উপবিষ্ট হওয়া এমনই একটি ব্যাপার, যাহা বাস্তব ও শক্তিশালী ঐশী-জ্যোতিঃ সমূহের দ্বারা এরূপে প্রমাণিত হওয়া উচিত যে, তাঁহার পূর্ণ প্রেম ও পূর্ণ অনুগমন যেন অনুগামীর মধ্যে প্রভাব বিস্তার করিয়া এমন প্রকারে সুফল উদয়ের কারণ হয় যে, রূহুল কুদ্দুস (পবিত্রাত্মা)-এর সাক্ষাৎলাভ এবং ঐশী-কল্যাণরাজী প্রাপ্ত হওয়ার পুরস্কারে তিনি ভূষিত হন এবং আপন অনুসৃত নবী হইতে নূর ও আলো প্রাপ্ত হওয়ার পুরস্কারে তিনি ভূষিত হন এবং আপন অনুসৃত নবীর ফলে তাঁহার নিকট হইতে নূর ও আলো প্রাপ্ত হইয়া আপন যুগের অন্ধকার রাশীকে অপসারিত করে এবং চেতনা সম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে খোদার অস্তিত্বে এরূপ সুদৃঢ়, পূর্ণ ও দীপ্ত বিশ্বাস উদিত করিয়া দেয়, যাহার ফলে তাহাদের পাপের প্রতি আসক্তি এবং কলুষিত পার্থিব জীবন প্রসূত সকল কুপ্রবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হইয়া যায়। তাহা হইলেই ইহা প্রমাণিত হইবে যে, সেই নবী ও রসুল আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত এবং আকাশে তাঁহার ক্রীয়াশীল অস্তিত্ব আছে।

অতএব, আমি আমার পবিত্র ও শক্তিশালী খোদার নিকট কিভাবে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিব যে, আমাকে তিনি তাঁহার প্রিয় নবী মোহাম্মদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সহিত প্রেম ও তাঁহার অনুবর্তিতার তওফিক দান করিয়া উহারই ফলশ্রুতিতে আমাকে তাঁহার আধ্যাত্মিক কল্যাণে ভূষিত করিয়া সত্যিকার তাকওয়া, ধর্মপরায়ণতা এবং প্রকৃষ্ট ঐশী-নিদর্শনাবলী প্রচুর পরিমাণে প্রদান করিয়া সকলের জন্য এই সত্যকে সপ্রমাণ ও বাস্তবরূপ দান করিয়াছেন যে, আমাদের সেই প্রিয় মহিমান্বিত আল্লাহর মনোনীত নবী (সাঃ) মৃত নহেন, বরং তিনি উচ্চতম মার্গে তাঁহার সর্বাধিপতি ও সর্ব-শক্তিমান খোদার দক্ষিণ পার্শ্বে মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের উচ্চতম আসনে উপবিষ্ট আছেন।

اللهم صل عليه وبارك وسلم - ان الله وملائكته يصلون على النبى
يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ٥

[হে আল্লাহ্! তাঁহার উপর রহমত, বরকত (আশিস) ও শান্তি বর্ষণ কর। নিশ্চয় আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার উপর চিরন্তন রহমত ও বরকত বর্ষণ করিতেছেন এবং তাঁহার ফিরিশ্‌তাগণও তাঁহার প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠাইতেছেন। হে যাহারা ঈমান লাভ করিয়াছ! তোমরা তাঁহার প্রতি দরূদ পাঠ কর এবং খুব বেশী উত্তম প্রকারের সালাম প্রেরণ করিতে থাক। —অনুবাদক]

('তরইয়াকুল কুলুব' গ্রন্থের ৯ ও ১০ পৃঃ)

অনুবাদ : **মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ**

জুম্‌য়ার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[২৫শে জানুয়ারী ১৯৮৫ইং, লণ্ডনস্থ মসজিদে-ফজলে প্রদত্ত]

আহমদীদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকারের অন্যায় ও অত্যাচারমূলক কার্যকলাপ করা সত্বেও সরকারের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে।

একদিকে আহমদীদের মধ্যে পূর্বের চাইতে কয়েকগুণ অধিক সুউচ্চ লক্ষ্য এবং কোরবানীর নূতন আকাঙ্খা সৃষ্টি হইয়াছে। অন্যদিকে জন-সাধারণের বিবেককে ঝাঁকুনী দেওয়ার জন্য যে উপকরণ আমরা সৃষ্টি করিতে পারি নাই আল্লাহতায়ালার তকদীর তাহা সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে।

১৯৮৪ সাল ছিল আহরারদের সাল এবং ইনশাল্লাহতায়ালা ১৯৮৫ সাল আহমদীয়া জামাতের সাল সাব্যস্ত হইবে।

তাশাহুদ, তায়াউয ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর আকদাস (আইঃ) সূরা তওবার ৩০ নম্বর আয়াত হইতে ৩২ আয়াত পর্য্যন্ত তেলাওয়াত করেন।

وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصرى المسيح ابن الله ط
ذلك قولهم بافواههم ج يضاهئون قول الذين كفروا من قبل ط قتلهم
الله انى يؤفكون - اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله
والمسيح ابن مريم ج وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا ج لا اله الا هو ط
سبحنه عما يشركون - يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويابى الله
الا ان يتم نوره ولو كره الكفرون - هو الذى ارسل رسوله بالهدى
ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون -

(অর্থ ঃ—"ইহুদীরা বলে, উযায়র আল্লাহর পুত্র এবং খৃষ্টানেরা বলে, মসীহ আল্লাহর পুত্র। এই (কথা) কেবলমাত্র তাহাদের মুখের কথা। তাহারা (কেবলমাত্র) তাহাদের

পূর্বেকার কাফেরদের কথা নকল করিতেছে। আল্লাহ তাহাদিগকে ধ্বংস করুন। তাহারা (সত্য হইতে) কিভাবে দূরে চলিয়া যাইতেছে। তাহারা আল্লাহ ব্যতীত পণ্ডিতদিগকে ও সংসার বিরাগীদিগকে নিজেদের রাব্ব বানাইয়া লইয়াছে এবং অনুরূপভাবে মারয়াম পুত্র মসীহকেও, যদিও তাহাদিগকে কেবলমাত্র এই আদেশ দান করা হইয়াছিল যে, তাহারা এক খোদার ইবাদত করিবে, যিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই। তিনি তাহাদের শেরেক হইতে পবিত্র। তাহারা চাহে যে, আল্লাহর জ্যোতিকে নিজেদের মুখের (ফুৎকারে) নির্বাপিত করিয়া দিবে এবং আল্লাহর জ্যোতিকে পূর্ণ করা ব্যতীত অন্য সব কিছুকে অস্বীকার করেন, কাফেরদের নিকট যতই মন্দ লাগুক না কেন। তিনিই স্বীয় রসুলকে হেদায়াত ও সত্য ধর্ম দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, যাহাতে (অন্যান্য) সকল ধর্মের উপর তাঁহাকে জয়যুক্ত করিয়া দেন, যদিও মোশরেকদের নিকট ইহা খুবই মন্দ লাগে।" —অনুবাদক)।

অতঃপর হুজুর আকদাস (আইঃ) বলেন ঃ—

পাকিস্তানের বর্ত্তমান সরকার আহমদীয়াতের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনার যে অভিযান চালাইয়া যাইতেছে, উহার কয়েকটি ধরণ রহিয়াছে। একটিতো হইল এই যে, দেশের নিরীহ জনসাধারণের উপর এই চাপ সৃষ্টি করা হইতেছে এবং তাহাদের স্বার্থকে এই শর্তের সহিত বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা হযরত আকদাস মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা না করিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাদের কাজকর্ম চলিতে দেওয়া হইবে না। বস্তুতঃ পাকিস্তানের বর্তমান সরকার হযরত আকদাস মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামের বিরুদ্ধে তাহাদের নিজেদের দ্বারা মিথ্যা অপবাদ রটনাকে জনগণ কর্তৃক অপবাদ রটনার রূপ দান করিয়াছে। এতদসত্বেও ইহা এইরূপ কোন জনগণের তাহরিক নয়, যাহাতে লোকদের হৃদয় হইতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই ইচ্ছার উদ্রেক হয়। বরং ইহা দেশের বর্তমান আইন, যাহা পাকিস্তানের প্রত্যেক নাগরিককে বাধ্য করিতেছে যে, সে হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটাইবে, অন্যথা সে কোন কোন ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ হইতে বঞ্চিত থাকিয়া যাইবে। এমনকি এমন কোন পাকিস্তানী ভোটাধিকারও লাভ করিতে পারে না, যদি সে হযরত আকদাস মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা না করে। পাকিস্তানের ভিতর হইতেও এবং বিদেশে বসবাসরত পাকিস্তানী প্রবাসীদের নিকট হইতেও এইরূপ বিপুল সংখ্যক দৃষ্টান্ত আমাদের নিকট আসিয়া পৌঁছিতেছে যে, তাহারা এই ব্যাপারে প্রতিবাদ জানায় এবং প্রকাশ্যে এই কথা বলে যে, আমরা জানিনা মির্যা সাহেব কি ছিলেন এবং প্রকৃতই কি খোদাতায়ালা তাঁহাকে প্রেরণ করিয়াছেন বা করেন নাই। অতএব এই পাপ আমাদের স্কন্ধে বর্তাইও না। কিন্তু যেহেতু ইহা ব্যতীত তাহাদের কাজ চলিতে পারে না এবং

তাহাদিগকে বাধ্য করা হয়, অতএব পরিশেষে তাহাদের মধ্য হইতে বিপুল সংখ্যক লোক মিথ্যা অপবাদের উপর দস্তখত করিতে বাধ্য হইয়া যায়।

মিথ্যা অপবাদ রটনার দ্বিতীয় পন্থা এইভাবে গ্রহণ করা হইতেছে যে, আহমদীদিগকে তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখা হইতেছে, তাহাদের উপর যুলুম নির্যাতন চালানো হইতেছে এবং তাহাদের উপর যাহারা যুলুম করে তাহাদের সাহায্য করা হইতেছে। আহমদীদের ধন-সম্পদ যাহারা লুণ্ঠন করে তাহাদের হেফাযত করা হইতেছে। এবং আহমদী-দের জীবনের উপর হামলাকারীরা সরকারের ছত্রছায়ায় নিরাপদে ও শান্তিতে বাস করিতেছে। আহমদীয়াতের পক্ষে সাক্ষ্যকে অথবা আগত সাক্ষ্যকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা হয়। কিন্তু বিরুদ্ধবাদী দলের কল্পিত সাক্ষ্যকেও গ্রহণ করিয়া লওয়া হয়। মুদ্দাকথা, আহমদীদের উপর এই ধরণের বিপুল চাপ বিদ্যমান রহিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ, আহমদীদিগকে চাকুরী হইতে বঞ্চিত করিয়া দেওয়া হইতেছে। আহমদী ছাত্রদিগকে শিক্ষার অধিকার হইতে বঞ্চিত করার চেষ্টা করা হইতেছে। দৈনন্দিন জীবনে এই ধরণের আরো বিভিন্ন চাপ এত বিপুলভাবে সৃষ্টি করা হইতেছে যে, তাহারা মনে করে যে, এইভাবে আহমদীরা অবশেষে বিরক্ত হইয়া আহমদীয়াতকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া যাইবে। কিন্তু যেমন কিনা সমগ্র জগদ্বাসী অবগত আছে এবং পাকিস্তানেও এখন এই ধারণা প্রবলভাবে সৃষ্টি হইতেছে যে, এই সকল পন্থা সফল হয় নাই। ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ফল প্রকাশিত হইয়াছে। খোদার ফজলে আহমদীদের ঈমান এত দৃঢ়তা ও শক্তির সহিত তেজদীপ্ত হইয়াছে এবং তাহাদের স্বভাব চরিত্র এত উন্নত হইয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে কোরবাণীর এত নূতন আকাঙ্খা সৃষ্টি হইয়াছে যে, ইহার পূর্বে তাহাদের মধ্যে এইরূপ অবস্থা ও দৃঢ়তা দেখা যাইত না। এখন খোদার ফজলে জামাতে এইরূপ সাহস, এইরূপ দৃঢ় সংকল্প এবং কোরবানীর এইরূপ সুউচ্চ বাসনা সৃষ্টি হইয়াছে, যাহা পূর্বে দেখা যাইত না। অতএব ইহা আল্লাহতায়ালার বিশেষ ফজল যে, এই দিক হইতেও সরকার তাহাদের বিরুদ্ধবাদীতামুলক প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হইয়াছে।

প্রথমোক্ত প্রচেষ্টার ব্যর্থতা সম্বন্ধে ইহাই বলিতে হয় যে, প্রকৃত ঘটনা এই যে, জামাতের বন্ধুগণের নিকট হইতে যতগুলি সংবাদ পাওয়া যায়, ঐ গুলি হইতে জানিতে পারা যায় যে, যে কোন গয়ের-আহমদী পাকিস্তানী যখন মিথ্যার উপর দস্তখত করে তখন তাহার মধ্যে একটি ভীতি সঞ্চার হয়। তাহার হৃদয়ে এই প্রশ্ন উঠে যে, যে ব্যক্তিকে আমি মিথ্যাবাদী বলিতেছি, আমি কি তাহার দাবী যাচাই করিয়া দেখিয়াছি? আমি কি তাহার দাবী সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হইয়া এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি যে, তিনি মিথ্যাবাদী, না কি কেবলমাত্র নিজের পার্থিব স্বার্থের খাতিরে বাধ্য হইয়া এবং লাঞ্ছিত হইয়া মিথ্যা অপবাদের উপর দস্তখত করিতে বাধ্য হইতেছি?

এই সাধারণ অনুভূতি লোকদের মধ্যে সৃষ্টি হইতেছে। বস্তুতঃ বিবেককে ঝাঁকুনী দেওয়ার জন্য যে উপকরণ আমরা সৃষ্টি করিতে পারি নাই, উহা আল্লাহর তকদীর এইভাবে সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে। অন্যথা ইহার পূর্বে আহমদীয়াত সম্বন্ধে জানার অনাগ্রহ একটি সাধারণ ব্যাপার ছিল এবং এই ব্যাপারে অজ্ঞতা ছিল সর্বসাধারণ্যে। প্রকৃতপক্ষে যদিও মুসলমানেরা বিভিন্ন ফেরকায় বিভক্ত তথাপি তাহাদের মধ্যে এইরূপ খুব কম লোক রহিয়াছে, যাহারা জানে যে, তাহাদের ধর্ম-বিশ্বাস কি, তাহাদের ইসলামী ধ্যান-ধারণা ও আদর্শগত ভিত্তি কি এবং ইসলামের ঐ ব্যবহারিক তাকিদগুলি কি, যেগুলি তাহাদের পূর্ণ করা উচিত? মোটকথা, এক ধরণের উদাসীন অবস্থার মধ্যে বিভিন্ন ফেরকার লোকেরা জীবন অতিবাহিত করিতেছিল এবং যেহেতু আহমদীয়া জামাত সম্বন্ধেও তাহাদের কোন জ্ঞান ছিল না, অতএব আহমদীয়া জামাত সম্বন্ধে তাহাদের মধ্যে কোন আগ্রহ সৃষ্টি হইতে-ছিল না। তাহাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক লোক ছিল, যাহারা এই কারণে বিরুদ্ধাচরণ করিত যে, তাহারা বুঝিত যে, আহ্‌মদীয়া জামাত (নউযুবিল্লাহ) মিথ্যা। অন্যদিকে বিপুল সংখ্যক ব্যক্তি এইরূপ, যাহারা মৌলভীদের ভয়ে এবং জনগণের চাপের মুখে নীরব দর্শক হইয়া বসিয়াছিল। কিন্তু এখন পাকিস্তানের প্রান্তে প্রান্তে আহমদীয়াতের চর্চা হইতেছে। এইরূপ এলাকাতেও হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামের নাম পৌঁছিয়া গিয়াছে যেখানে কোন আহমদী কখনো ঝাঁকিয়াও দেখে নাই। সেখানে না কেবলমাত্র আহমদীয়াতের সঙ্গে লোকেরা পরিচিত হইতেছে বরং সেখানে মানুষের বিবেকে কাঁটার ঘাই দেওয়া হইয়াছে। কেননা সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ ব্যক্তিদিগকেও এইরূপ একটি সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করা হইয়াছে, যাহা তাহাদের জন্য সঙ্গত ছিল না। অতএব ইহার ফলশ্রুতিতে আহমদীয়াতকে বুঝার ও জানার ব্যাপারে যে আগ্রহ সৃষ্টি হইতে পারিত উহা খোদার ফজলে সৃষ্টি হইতেছে এবং উহার নিদর্শনাবলী এখনই প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

আহমদীয়াতের বিরুদ্ধে আজকাল তৃতীয় প্রচেষ্টা বই পুস্তক ও লিটারেচার প্রকাশনার মাধ্যমে করা হইয়াছে এবং এইগুলি বিপুল পরিমাণে ছাপাইয়া বিতরণ করা হইয়াছে। সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন ভাষায় কোন কোন লিফলেট দূতাবাসগুলির মাধ্যমেও এবং সরাসরি ভাবে মিথ্যা অপবাদ রটনা করিয়া হযরত আকদাস মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামের চরিত্র হননের চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহা বিশ্বজনীন আহমদীয়া জামাতের জন্য অশেষ মর্মপীড়ার কারণ হইয়াছে। বিশেষতঃ পাকিস্তানের আহমদীদের মর্মপীড়ার কারণ হইয়াছে, কারণ সেখানে দিবারাত্রি সংবাদ পত্র সমূহেও এই চর্চাই চলিতেছে এবং বর্তমান সরকার কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিয়া হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামকে গালিগালাজ দেওয়াইতেছে এবং সরকার নিজেও গালিগালাজ করিতেছে এবং এই ক্ষেত্রে কোন জাগতিক, মানবিক এবং নৈতিক আইন কানুনের প্রতি আদৌ ভ্রুক্ষেপ করা হইতেছে না।

বস্তুতঃ হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ভাষায় এমন সব কল্পিত গল্প-কাহিনী রচনা করিয়া ছাপান হইতেছে এবং সমগ্র বিশ্বে ঐগুলি প্রচার করা হইতেছে যে, ইহা দেখিয়া বিস্ময়ে হতবাক হইয়া যাইতে হয় এবং ইহাতে মানুষ অবাক হইয়া যায় যে, এই সভ্য যুগেও কি এইরূপ নৈতিক অধঃপতনের নমুনা দেখিতে পাওয়া সম্ভব? সরকারী পর্যায়ে নৈতিকতা বিবর্জিত কথা প্রকাশিত হওয়াতো দূরের কথা একজন সাধারন মানুষের মধ্যেও যদি এই সকল জিনিষ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইলে ইহাকে একটি ভয়ানক রকমের অধঃপতন বলিয়া চিহ্নিত করা হয়। কোন সরকার যদি নাস্তিক সরকারও হয়, তবুও তাহারা দায়িত্বশীলতার প্রমাণ দিয়া থাকে। তাহাদের কথায় ও ভাষায় কিছু গাম্ভীর্য ও শালিনতা থাকে এবং তাহাদের প্রশাসনে কিছু পরিচ্ছন্নতা থাকে এবং তাহারা সাধারনতঃ উহা অনুসরণ করে এবং কোন দলকে তাহারা যতই মন্দ ও দুশমন মনে করুক না কেন, তথাপি তাহারা জাগতিক ও আনুষ্ঠানিক রীতি-নীতিকে সদা সর্বদা কায়েম রাখে। কিন্তু পৃথিবীতে একটি দেশই রহিয়াছে, যাহার নাম পাকিস্তান এবং যেখানে এমন একটি অতুলনীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, যাহারা সকল নৈতিক রীতি নীতিকে শিকায় তুলিয়া দিয়াছে এবং নৈতিক মূল্যবোধকে টুকরা টুকরা করিয়া নিক্ষেপ করিয়াছে এবং তাহারা আহরারদের এইরূপ একটি বাজারী ভাষা গ্রহণ করিয়াছে, যাহা কখনো লাহোরের মুচি দরজায় বা অমৃতসরের বাজার সমূহে শুনা যাইত, বা ঐ দিনগুলিতে শুনা যাইত যখন তাহারা কল্পিত "কাদিয়ান বিজয়ের" উদ্দেশ্যে হামলা করিত। এখন ঐ ভাষা পাকিস্তান সরকারের ভাষায় পরিণত হইয়াছে এবং এই সরকারের স্বভাব, তাহাদের আদর্শ এবং তাহাদের শাসন পদ্ধতি সম্পুর্ণরূপে আহরারদের রঙ্গে রঙ্গীন হইয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ সমগ্র বিশ্বে এই সরকারের এই চিত্রই প্রতিফলিত হইতেছে।

আজ আহমদীয়াতের উপর এবং হযরত আকদাস মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামের উপর মনগড়া অপবাদ আরোপ করিয়া আক্রমন করা সরকারের একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ এই ব্যাপারে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহার শিরোনাম হইল "কাদিয়ানীয়ত ইসলামের জন্য সঙ্গীন বিপদ"। এই শ্বেতপত্রটি মহাসমারোহে ছাপাইয়া সমগ্র বিশ্বে খুবই বিপুলভাবে বিতরণ করা হইয়াছে। বিগত এক জুমুয়ার খোৎবায় আমি এই কথা বলিয়াছিলাম যে, ইহার সম্বন্ধে ইনশাল্লাহ, আমি নিজেই এক একটি আপত্তি সম্মুখে রাখিয়া কিছু বর্ণনা করিব। কিন্তু ইতিমধ্যে জামাতের বিভিন্ন আলেমগণ এবং লেখকগণ নিজেদের পক্ষ হইতেও এই ব্যাপারে চেষ্টা করিয়াছেন। কোন কোন বন্ধুর নিকট আমি পয়গাম পাঠাইয়াছিলাম এবং তাঁহারা খুবই সুন্দর ও উত্তম প্রবন্ধ প্রস্তুত করিয়া আমার নিকট প্রেরন করিয়াছেন। ইহাদের মধ্য হইতে কিছু কিছু প্রবন্ধ প্রকাশনার জন্য প্রস্তুত হইয়াও গিয়াছে। কিন্তু প্রথমতঃ এই প্রবন্ধগুলি প্রত্যেক আহমদীর নিকট পৌঁছান মুস্কিল। দ্বিতীয়তঃ জামাতের একটি অংশ অশিক্ষিত এবং

একটি অংশ এইরূপও রহিয়াছে, যেখানে পড়াশুনার প্রচলনই নাই এবং কোন কোন লোকের প্রকৃতি এইরূপ যে, তাহাদের পড়াশুনার অভ্যাস থাকে না। অতএব খোৎবার মাধ্যমে যত অধিক ও গভীরভাবে জামাতের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব, ততখানি অন্য কোন মাধ্যমের দ্বারা সম্ভব নয়। বস্তুতঃ খোৎবার ক্যাসেটের মাধ্যমে এবং অতঃপর বিভিন্ন ভাষায় ক্যাসেটে রেকর্ডকৃত খোৎবার অনুবাদ করিয়া মুরুব্বীগণ বিভিন্ন জামাতের সহিত যে যোগাযোগ স্থাপন করেন, আমি ইহার ফায়দা দেখিয়াছি। যোগাযোগের এই মাধ্যম খুবই কার্যকরী প্রতিপন্ন হইয়াছে। অবশ্য এই ব্যাপারে প্রবন্ধাদি রচনা করিয়া যে প্রচেষ্টা করা হইয়াছে, উহা স্বস্থানে খুবই উত্তম ও নেহায়েত ফলপ্রসূ। ঐগুলি হইতেও ফায়দা উঠানো হইবে। কিন্তু যেমন কিনা আমি বলিয়াছিলাম যে, আমি নিজেও ইনশাল্লাহ এই বিষয়ের উপর কিছু না কিছু বলিব—অতএব, আজিকার খোৎবায় প্রথমেতো আমি এই বিরুদ্ধাচরনের পটভূমি বর্ণনা করিতে চাই এবং সংক্ষেপে ঐ সকল আপত্তি সম্বন্ধে বলিব, যাহা এই তথাকথিত শ্বেতপত্রে পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে এবং অতঃপর আল্লাহতায়ালা কর্তৃক প্রদত্ত তওফিকের সাহায্যে হয়ত বা খোৎবার মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে উত্তর দিব, নয়ত বা কোন জলসা উপলক্ষে যখন কিনা অধিক সময় পাওয়া যায়, তখন কোন কোন বিষয় ইনশাল্লাহ বর্ণনা করার চেষ্টা করিব।

এই বিরুদ্ধাচরণের পটভূমি সম্বন্ধে জামাতের বন্ধুগণের জানিয়া রাখা উচিত যে, ইহা একটি রীতিমত গভীর ষড়যন্ত্রের ফলশ্রুতি এবং এই ব্যাপারে যে দীর্ঘ প্রচেষ্টা চালানো হইতেছে, এই পটভূমি উহা প্রকাশ করিতেছে। বন্ধুগণ সাধারণতঃ ধারাবাহিকভাবে অবগত নহেন যে, কি হইতেছিল এবং এখন কি হইতেছে এবং ১৯৭৪ সনের ঘটনাবলীর সহিত বর্তমান ঘটনাবলীর চেইনের কোন্ গ্রন্থিটি মিলিয়া যায়। বস্তুতঃ বর্তমান বিরুদ্ধাচরণের কিছু পটভূমিতো এইভাবে সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয় যে, বর্তমানে জামাতের বিরুদ্ধে যে জাদ্দো-জেহাদ চলিতেছে, উহা সুসংঘবদ্ধরূপে কিভাবে সম্মুখে অগ্রসর হইয়াছে এবং এখন কি আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। অতঃপর এই পটভূমির আরো একটি দিক রহিয়াছে, যাহার সহিত বিদেশী শক্তির সম্পর্ক রহিয়াছে বা অন্য ধর্মের সম্পর্ক রহিয়াছে! বড় বড় ধনতান্ত্রিক শক্তি রহিয়াছে, যাহারা এই সকল প্রচেষ্টার পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছে এবং তাহাদের খুবই মন্দ অভিপ্রায় রহিয়াছে, যাহা রীতিমত একটি পরিকল্পনার আকারে আজ হইতে বহু বৎসর পূর্বে নীলনকশার (Blue print) রূপ ধারণ করিয়াছিল। বস্তুতঃ একটি পরিকল্পনার অধীনে কোটি কোটি টাকা জামাতের বিরুদ্ধে ব্যয় করা হইতেছে। ন্যূনপক্ষে ২০ বৎসর হইতে তো আমিই অবগত আছি যে, কি হইতেছে। কেবলমাত্র ইহাই নহে বরং আমাদের বিরুদ্ধবাদী জামাতগুলিকে রীতিমত প্রশিক্ষণ দেওয়া হইয়াছে এবং পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ অবস্থায় হস্তক্ষেপ করার ব্যাপারেও ইহাদিগকে মাধ্যম বানানো হইয়াছে। ইহার অনেক বিস্তারিত দিক রহিয়াছে। যদি সুযোগ হয় বা প্রয়োজন বোধ করি, তাহা হইলে পরবর্তীতে এইগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

অতএব যেমন কিনা আমি বলিয়াছি, আমাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত বর্তমান অভিযান ও আন্দোলনের সহিত ১৯৭৪ সনের ঘটনাবলীর গভীর সম্পর্ক রহিয়াছে এবং ১৯৭৪ সনের ঘটনাবলীর বুনিয়াদ প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানের ১৯৭৩ সনের আইনের মধ্যে পত্তন করা হইয়াছিল। বস্তুতঃ আইনে কোন কোন ধারা ও দফা সংযোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, যাহাতে ইহার ফলশ্রুতিতে মনোযোগ এই দিকে নিবিষ্ট থাকে এবং আহমদীয়া জামাতকে অন্যান্য পাকিস্তানী নাগরিক হইতে একটি পৃথক এবং তুলনামূলকভাবে একটি নগণ্য পদ মর্য্যদা দেওয়া যায়। আমি ১৯৭৩ সনের আইন প্রবর্তন করার সময় এই বিপদকে অনুধাবন করিয়া হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ)-এর খেদমতে নিবেদন করিয়াছিলাম। অবশ্য ইহার পরে যেভাবেই সম্ভব ছিল জামাত বিভিন্ন পর্য্যায়ে এই বিরুদ্ধাচরণমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাবকে দুর করার চেষ্টা করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু এই প্রচেষ্টাকালীন সময়ে এই ধারণা বড়ই দৃঢ়রূপে সৃষ্টি হইল যে, ইহা কেবলমাত্র এখানকার সরকার করাইতেছে না, বরং ইহা একটি সুদীর্ঘ পরিকল্পনার চেইনের গ্রন্থি এবং এই ব্যাপারটি সম্মুখে অগ্রসর হইবে। যাহা হউক, ১৯৭৪ সনে আমাদের আশংকা সম্পূর্ণরূপে দেদীপ্যমান হইয়া সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল।

১৯৭৪ সনে পাকিস্তানের অদৃষ্টে যে সরকার জুটিয়াছিল, উহার মধ্যে ও বর্তমান সরকারের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রহিয়াছে। ঐ সরকারের লজ্জা-শরম ছিল। নিজেদের দেশের লোকদের নিকটও তাহাদের লজ্জা-শরম ছিল এবং বহির্বিশ্বের সরকারগুলির নিকটও তাহাদের লজ্জা-শরম ছিল, যদিও আহমদীয়াতের শত্রুতার ক্ষেত্রে তাহারা কম যায় নাই। অর্থাৎ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এবং জামাতের ভিতের উপর সঙ্গীন আক্রমণ করার ক্ষেত্রে উভয় সরকারের মধ্যে এই দুশমনী এক ও অভিন্ন এবং ভুট্টো সাহেবের সময়কার সরকার এবং বর্তমান সরকারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রহিয়াছে। ভুট্টো সাহেব একজন জননেতা ছিলেন এবং তিনি জনগণকে ভালবাসিতেন বলিয়াও দাবী করিতেন। তিনি চাহিতেন যে, তিনি নিজ দেশের জনগণের প্রিয় নেতা হইয়া থাকিবেন এবং তাহারা যেন এই ধারণা না করে যে, অপরিহার্য বাধ্যবাধকতা ব্যতীত ধান্ধাবাজী করিয়া এবং একনায়কত্বের পন্থা অবলম্বন করিয়া তিনি দেশ শাসন করার অভিলাসী। বস্তুতঃ তিনি আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করার পূর্বে ইহাকে একটি আদালতের রূপ দিলেন এবং জাতীয় সংসদে বিষয়টি উপস্থাপন করেন এবং ইহাতে জামাতকেও আত্মপক্ষ সমর্থনের একটি সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল, যাহাতে বহির্জগত সমালোচনা করার সুযোগ না পায়। প্রকৃতপক্ষে এইভাবে তিনি বহির্জগতে স্বীয় প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিতে চাহিতেছিলেন। বহির্জগতেও তাঁহার আকাঙ্খা খুব ব্যাপক ছিল। তিনি কেবলমাত্র পাকিস্তানের নেতৃত্বে সন্তুষ্ট ছিলেন না, বরং তিনি স্বীয় প্রভাব প্রতিপত্তি আশ পাশের এলাকাতেও বিস্তৃত করিতে চাহিতেছিলেন। যেভাবে পণ্ডিত নেহেরু প্রাচ্যের নেতা হিসাবে স্বীকৃত ছিলেন, অনুরূপভাবে ভুট্টো সাহেব প্রাচ্যের নেতা হওয়ার আকাঙ্খা পোষণ করিতেন। তিনি চাহিতেন যে, কেবলমাত্র পাকিস্তানের

নেতা হিসাবেই নয়, বরং তিনি প্রাচ্যের এক মহান নেতা হিসাবে নিজেকে প্রতিপন্ন করিবেন এবং রাজনীতির ময়দানে জগদ্বাসীর নিকট স্বীয় ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিবেন। অতএব এই কারণে এবং যেহেতু তাহার চোখে বহির্জগতের লাজ-লজ্জা ছিল, কাজেই তিনি চাহিতেন যে, দেশের অভ্যন্তরে ও দেশের বাহিরে আহমদীয়া জামাতের বিষয়টি এইরূপে উপস্থাপন করিতে হইবে, যাহাতে সকলে মনে করে যে, তিনি সম্পূর্ণরূপে অসহায় হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং বিষয়টি তাহার নিয়ন্ত্রণে ছিল না। এতদসত্বেও তিনি জনগণের চাপ সরাসরি গ্রহণ করেন নাই, বরং আহমদীয়া জামাতের প্রধান এবং তাঁহার সহিত কয়েকজন ব্যক্তিকে ডাকিয়া একটি সুযোগ দিলেন যে, তাঁহারা নিজেদের বক্তব্য পেশ করিবেন। বস্তুতঃ দীর্ঘ দিন ধরিয়া জাতীয় সংসদ এই বিষয়ে সময় ব্যয় করিল এবং অবশেষে জাতীয় সংসদের বাহানা ও অজুহাত ভুট্টো সাহেবের হস্তগত হইল এবং তিনি এই কথা বলিয়া দিলেন যে, আমি এখন কি করিতে পারি?

কিন্তু বর্তমান সরকারের এই লজ্জা-সরমের বালাই নাই। কারণ না তাহারা জনগণের সরকার, না তাহারা বহির্জগতে জনমতের পরোয়া করে। একজন স্বৈরাচারী একনায়ক এক নায়কই হইয়া থাকে। অতএব বাহ্যতঃ সে যত চেষ্টাই করুক না কেন, একনায়কের ইহা অনিবার্য গরজ যে, যাহা কিছুই হউক না কেন এবং জগদ্বাসী যাহা কিছুই বলুক না কেন, সে উহা পরোয়া করিবে না। ইহা একনায়কের মজ্জায় রহিয়াছে যে, সে চেষ্টা করিয়া দেখে মোফতে জগদ্বাসীর হৃদয় জয় করা যায় কিনা। যদি যায় ভাল কথা। কিন্তু যদি না যায়, তবুও একনায়কতো পিছে হটে না। সুতরাং একনায়কের মধ্যে যে বেপরোয়া ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, উহা আমাদের বিরুদ্ধে বর্তমান অভিযানেও সম্পূর্ণরূপে উলঙ্গ হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

১৯৭৪ সনে সরকার নিজেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় জামাতকে সুযোগতো দিয়াছিল এবং চৌদ্দ দিন ধরিয়া জাতীয় সংসদে প্রশ্ন-উত্তর চলিয়াছিল। জামাত নিজেদের বক্তব্য লিখিতভাবেও পেশ করিয়াছিল। কিন্তু ঐ সরকার বড়ই হুশিয়ার এবং চতুর সরকার ছিল। তাহারা জাতীয় সংসদ চলাকালীন সময়েই ইহা ধারণা করিয়া লইয়াছিল যে, যদি এই সকল কথা জনসাধারণ্যে প্রকাশ হইয়া পড়ে এবং প্রশ্ন-উত্তর সম্বলিত সংসদের কার্যক্রম এবং ইহার রোয়েদাদ জগতের সম্মুখে পেশ করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে সরকারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। বরং বিপরীত ফল ফলিতে পারে এবং ইহা খুবই সম্ভব যে, জগদ্বাসী সপ্রসংশ-ভাবে এই কথা স্বীকার করার পরিবর্তে যে, জামাতকে সব ধরণের অধিকার দান করার পর একটি ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহারা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত কথা ভাবিবে এবং বলিবে যে, জামাততো এই কার্যক্রমের দরুন খুবই অধিক মযলুম প্রমাণিত হইয়াছে। কেননা জামাত তাহাদের বক্তব্যের সমর্থনে এত মজবুত ও শক্তিশালী দলিল প্রমাণাদি উপস্থাপন করিয়াছে যে, উহাদের পরিপ্রেক্ষিতে এই কথা বলাই যায় না যে, আহমদীয়া

জামাত মুসলমান নয়। বস্তুতঃ তখনকার সরকার এই বিপদ এইভাবে প্রতিরোধ করিয়াছিল যে, আইনের বলে এবং আদেশক্রমে জামাতকে নিষেধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, জাতীয় সংসদে যাহা কিছু কার্যক্রম গৃহীত হইতেছে ইহার কোন নোট বা রেকর্ড তাহারা সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে পারিবে না এবং এই সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা হইয়াছিল যে, সরকার এই কার্যক্রমকে জগদ্বাসীর নিকট প্রকাশিত হইতে দিবে না।

এই কার্যক্রমের ফলাফল কি হইয়াছিল? তাহা এই ঘটনা হইতে জানা যায় যে, একদা জাতীয় সংসদের একজন সদস্যকে কোন এক উপলক্ষে এই প্রশ্ন করা হইয়াছিল যে, আপনারা এই কার্যক্রমকে কেন প্রকাশ করিতেছেন না? জাতীয় সংসদ আপনাদের বর্ণনানুযায়ী সর্ব-সম্মত সিদ্ধান্ত দিয়া দিয়াছে যে, আহমদীয়া জামাত ভ্রান্ত এবং নিজেদের ধর্ম বিশ্বাসের দিক হইতে তাহাদের সহিত ইসলামের কোন সম্পর্ক নাই। তাহা হইলে সংসদের কার্য-ক্রম ছাপাইয়া তাহাদের ধর্ম বিশ্বাস জগদ্বাসীর নিকট প্রকাশ করিয়া দিন। তিনি হাসিয়া উত্তর দিলেন, "তুমি ছাপানোর কথা বলিতেছ? শোকর কর যে আমরা ছাপাই নাই। আমরা ইহা ছাপাইয়া দিলে পাকিস্তানের অর্দ্ধেকলোক আহমদী হইয়া যাইবে।" আমি মনে করি যে, এইরূপ বলা তাহার পক্ষে বিনয় ছিল। যদি পাকিস্তানের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের নিকট আহমদীয়া জামাতের বক্তব্য প্রকৃতপক্ষেই পেঁৗছিয়া যায়, তাহা হইলে কোন কারণই নাই যে, কিছু হতভাগ্য ব্যক্তি ব্যতীত, যাহারা সদা সর্বদাই বঞ্চিত থাকিয়া যায়, পাকিস্তানের সকল মানুষ আহমদী হইয়া যাইবে না। উক্ত হতভাগ্যদের অদৃষ্টে হেদায়েত থাকে না, কেননা و من يضلله فلا هادى له যাহাদিগকে আল্লাহতায়ালা হেদায়েত দিতে চাহেন না পৃথিবীর কোন শক্তি তাহাদিগকে হেদায়েত দিতে পারে না। সুতরাং এইরূপ ব্যতিক্রমতো বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু আমি পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ সম্বন্ধে এই সুধারণা পোষণ করি যে, যদি তাহাদের নিকট, বিশেষভাবে বর্তমান যুগের বংশধরদের নিকট, যাহারা তুলনামূলক-ভাবে অধিক যুক্তিবাদী এবং অনুকরণে ততখানি বিশ্বাসী নয় যতখানি প্রাচীন লোকেরা বিশ্বাসী ছিলেন, আহমদীয়া জামাতের বক্তব্য সঠিকভাবে পেঁৗছিয়া যায় তাহা হইলে অনিবার্য-রূপে তাহাদের বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠ দল খোদাতায়ালার ফজলে আহমদী হইয়া যাইবে। বস্তুতঃ বর্তমান সরকার তাহাদের প্রতিরোধ ব্যবস্থা এইভাবে করিয়াছে যে, তাহারা আহমদীয়া জামাতের উপর একতরফা হামলাতো করিয়াছে, কিন্তু উত্তরের অনুমতিই দেয় নাই এবং আত্ম-পক্ষ সম-র্থনের সুযোগই সৃষ্টি হইতে দেয় নাই। বস্তুতঃ জামাতের বিরুদ্ধে আক্রমণ করার পূর্বেই সরকার এইরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করিল যে, জামাতের ঐ সকল লিটারেচার ও বই পুস্তক বাজেয়াপ্ত করিয়া লইল, যেগুলির মধ্যে তাহারা ভবিষ্যতে যে হামলা করিবে উহার উত্তর মওজুদ রহিয়াছে। সরকারের পলিসিতে এই যে স্ব-বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায় ইহার মধ্যে বাহ্যতঃ একটি নির্বুদ্ধিতার ব্যাপারও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার মধ্যে নির্বুদ্ধিতার চাইতে অধিক রহিয়াছে ধূর্ত্তা ও চাতুরী। একদিকে ইহা বলা হইতেছে যে, হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামের লিটারেচার এইজন্য বাজেয়াপ্ত করা হইতেছে যে, ইহাতে পাকিস্তানের লোকদের মনঃকষ্ট হয় এবং অন্যদিকে ঐগুলির মধ্য হইতে কেবল-মাত্র ঐ সকল বাক্যই বাদ দিয়া ছাপানো হইতেছে, যেইগুলির দ্বারা তাহাদের মনঃকষ্ট

হইয়া থাকে। ইহা কিরূপ বোকামীপূর্ণ ব্যাপার। তোমরা বলিতেছে এই কথা যে, হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামের বই পুস্তকাদি আমরা এইজন্য বাজেয়াপ্ত করিতেছি যে, উহাদের দ্বারা মুসলমান জনসাধারণের বিশেষভাবে পাকিস্তানের জনগণের মনঃকষ্ট এবং এই মনঃকষ্টের প্রতিকার এইভাবে করা হইয়াছে যে, ঐ অংশ যাহার দ্বারা মনঃকষ্ট হয় না, উহা প্রকাশ করাতো আইনগতভাবে বন্ধ করিয়া দিয়াছ এবং যাহার দ্বারা তোমাদের ধারনানুযায়ী মনঃকষ্ট হয়, উহাকে সরকারী খরচে বিপুল পরিমাণে ছাপাইয়া দিতেছ। অতএব বাহ্যিকভাবে তো ইহা একটি স্ব-বিরোধ। কিন্তু এই স্ববিরোধ একটি চাতুরীর দরুন করা হইয়াছে। তাহারা একটি যালেমানা এবং নাপাক হামলা করিতই। কেননা হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামের পুস্তকাদিতেই আপত্তিসমূহের উত্তর মওজুদ রহিয়াছে এবং প্রত্যেক সৎব্যক্তি, যিনি ঐগুলি অধ্যয়ন করেন এবং ইহাদের পূর্বাপর সম্পর্ক দেখেন, তাহারা দেখিবেন যে, আপত্তিগুলি নিজে নিজেই দূর হইয়া যায়। বস্তুতঃ জাতীয় সংসদের কার্যক্রমের সময়েও ইহাই হইতেছিল। হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ) আমাকেও তাঁহার সঙ্গে যাওয়ার সুযোগ দান করিয়াছিলেন। সংসদের কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে আমি এবং আমার অন্যান্য সঙ্গীরা এই ব্যাপারটি খুবই অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করিয়াছি যে, যখনই হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামের পুস্তকের উপর আক্রমণ করা হইয়াছে তখনই হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ) এই হাওয়ালার কিছু পূর্বের অংশ হইতে এবং কিছু পরের অংশ হইতে পড়িয়া শুনাইয়া দিতেন এবং ইহার পর কোন উত্তরের প্রয়োজনই থাকিত না। শ্রবনকারীদের চেহারায় প্রশান্তি আসিয়া যাইত যে, এই আক্রমন কল্পিত এবং ইহা কাট-ছাট উদ্ধৃতির ফলশ্রুতি এবং সত্যের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। কোন কোন জায়গায় যখন ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়িত, তখন তিনি ব্যাখ্যাও দান করিতেন। কিন্তু হযরত আকদাস মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামের রচনাগুলির মধ্যে যথেষ্ট উত্তর রহিয়াছে। যদি পূর্বাপর সম্পর্ক না রাখিয়া কেবলমাত্র একটি অংশকে পৃথক করিয়া ভ্রান্তভাবে প্রক্ষিপ্ত করিয়া উত্থাপন করা হয়, তাহা হইলে ইহাতে মনঃকষ্ট হইতে পারে। কিন্তু তাঁহার রচনার উদ্দেশ্যে তাহা নহে। হযরত আকদাস মসীহ মওউদ আলাইহে সালাতু ওয়াস সালাম ঐ কথা বলিতে চাহেন নাই, যাহা তাঁহার প্রতি আরোপ করা হইতেছে। কিন্তু ইহাকে মনঃকষ্ট বানানো হইয়াছে, অথবা নিজেদের পক্ষ হইতে বিকৃত করিয়া ছাপানো হইয়াছে। সুতরাং ইহাই ছিল ঐ সরকারের ক্রিয়া কর্মের কৌশল। বস্তুতঃ ইহার ফলশ্রুতিতে এই ঘটনার পূর্বেই বই পুস্তকাদি বাজেয়াপ্ত করিতে আরম্ভ করা হইল। ইহাতে তাহারা ক্ষান্ত হইল না। প্রেসও বাজেয়াপ্ত করা হইল। এবং সাময়িকী ও পত্র পত্রিকাও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। (ক্রমশঃ)

(লণ্ডন হইতে এডিশনাল নাজরাত এশায়াত ও ওকালত তসনীফ কর্তৃক ১৯৮৫ সনের সেপ্টেম্বরে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত)

অনুবাদকঃ নাজির আহমদ ভূঁইয়া

আঁ-হযরত (সাল্লাল্লাহুঃ) বিবেকের স্বাধীনতার খাতিরে মহান ও ভরপুর (কামেল) জেহাদ করেছেন। সেই আজিমুশ্বান জেহাদকে যিন্দা ও জয়ী রাখাই হলো আহমদীয়া জামাতের কাজ।

"রাব্বানাগ্‌ফিরলানা যুনুবানা ওয়া ইসরাফানা ফি আমরিনা ওয়া সাব্বিত আকদামানা ওয়ান্‌সুরনা আলাল কাফেরীন"—কুরআনী দোওয়াটিতে 'দায়ী ইলাল্লাহ'-এর জন্য মহান সবকসমূহ নিহিত রয়েছে।

জুমুয়ার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

(সারসংক্ষেপ)

[৫ই ডিসেম্বর '৮৬ ইং, লণ্ডনস্থ মসজিদে-ফজলে প্রদত্ত]

বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে একটি গুরুত্বপূর্ণ কুরআনী দোওয়াঃ

তাশাহুদ, তায়াউয ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) সূরা আলে ইমরানের ১৪৮ নম্বর আয়াত তেলাওয়াত করেন। এর তরজমা নীচে দেওয়া গেলো :—

"এছাড়া তাদের আর কোনও উক্তি ছিল না যে, "হে আমাদের রাব্ব্! আমাদের ভুল-ত্রুটি এবং আমাদের কর্ম প্রয়াসে আমাদের সীমাতিক্রমসমূহের জন্য আমাদের ক্ষমা কর এবং আমাদের পদক্ষেপ সুদৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত কর এবং অস্বীকারকারীদের মোকাবিলায় আমাদের সাহায্য কর।"

তারপর হুজুর বলেন, বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে যে দোওয়াগুলি (নিয়মিত) করা হচ্ছে, সেগুলির অন্যতম এ দোওয়াটির প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল। কাজেই উক্ত দোওয়াটির দিকে জামাতের সদস্যদের মনযোগ নিবদ্ধ আছে বলে আমি আশা করি।

তবলীগি জেহাদের সহিত উক্ত দোওয়ার গভীর সম্পর্কঃ

হুজুর বলেন, জেহাদের সাথে এ দোওয়াটি সরাসরিভাবে সম্পর্কযুক্ত, বিশেষতঃ তবলীগ সম্পর্কিত জেহাদের উল্লেখ রয়েছে। এর অর্থ হলো এই যে, হে আল্লাহ! আমরা তো মানুষদের পবিত্র করার সংকল্প নিয়ে বের হয়েছি এবং এই এরাদা নিয়ে বের হয়েছি যে,

পাপ জর্জরিত সোসাইটিকে পাপমুক্ত করবো। কিন্তু নিজেদের অবস্থার দিকে যখন তাকাই তখন দেখতে পাই যে, আমরা নিজেরাই গোনাহগার এবং আমাদের মধ্যে অনেক রকম ভুল-ত্রুটি রয়েছে। কাজেই আমাদের ক্ষমা কর, যাতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন মন-মানসিকতা ও পবিত্র আত্মার সহিত আমরা জগতকে পুণ্যের দিকে আহ্বানকারী হই। আমরা এই উদ্দেশ্য নিয়ে বের হচ্ছি যেন আমরা মানুষকে তার আত্মা সম্পর্কিত অধিকার-হনন এবং অপরাপর মানবীয় অধিকার হরণ থেকে বারণ করি। কিন্তু এমনও হতে পারে যে, আমরা নিজেরাও কোন কোন অধিকার নস্যাৎ করে থাকতে পারি। সেজন্য হে খোদা! আমাদের (সম্ভাব্য) সীমালঙ্ঘনকেও ক্ষমা কর, যাতে পরিষ্কার বিবেক ও পরিচ্ছন্ন অন্তর সহকারে আমরা তবলীগ করতে পারি।

তবলীগকারীদের জন্য বিনয়ী হওয়ার মহান শিক্ষাঃ

হুজুর বলেন এই দোওয়া বিনয়ী হওয়ার মহান শিক্ষাও দান করে। প্রকৃত তবলীগকারীগণ এই ধারণা নিয়ে মানুষের নিকট যায় না যে, তারা নিজেরাই পবিত্র এবং অপরাপর মানুষ অপবিত্র। তারা অহংকার ও দম্ভের বশবর্তী হ'য়ে বের হয় না। বরং অহংকার ও দম্ভের বশবর্তী ব্যক্তিদেরকে তাদের যুলুম-অত্যাচার থেকে নিবৃত্ত করার উদ্দেশ্যে বের হয়। এই দোওয়ার ফলশ্রুতিতে তাদের প্রচার পদ্ধতি ও প্রক্রিয়াতে এক অভিনব পরিবর্তনের সৃষ্টি হয়। অহংকার ও আত্মম্ভরিতা লোপ পেয়ে উহা বিনয়ে রূপান্তরিত হয় এবং এরূপ বিনয়-শিষ্টাচারের শিক্ষা দেয় যে, 'নফ্‌স' ও প্রবৃত্তিমূলক বাসনা-কামনার লেশমাত্রও আর বাকী থাকে না। বরং সম্পূর্ণ ব্যাপার খোদাতায়ালার উপর সোপর্দ হয়ে যায়।

'সবাতে-কদম' শব্দগুলিতে খাঁটি সত্য ও সুনির্ভরযোগ্য কথা বলার নির্দেশঃ

হুজুর বলেন, এ দোওয়াটিতে 'সাব্বেত আকদামানা' (—পদক্ষেপ সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া) শব্দগুলি বিশেষ গুরুত্ববহ এবং এর বিষয়বস্তু ব্যাপকতর। হুজুর (আইঃ) 'সবাত' (ধাতুগত) শব্দটির আভিধানিক বিশ্লেষণ ব্যক্ত করেন এবং এর বিভিন্ন অর্থ, যেমন—সাহসিকতা, ধৈর্য-বীর্য, দৃঢ়তা ও অটলতা, অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ, প্রকৃত সত্যোপলব্ধি এবং গভীর স্থিরচিত্ত ও সুনির্ভরযোগ্য ব্যক্তি; বর্ণনা করে বলেন যে, এগুলি বাহ্যতঃ আলগ ও পৃথক পৃথক অর্থ বলে প্রতীয়মান হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এগুলি পরস্পর গভীর সম্পর্ক-যুক্ত। যে ব্যক্তি সত্যে প্রতিষ্ঠিত এবং সত্য সম্বন্ধে 'এরফান' অর্থাৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞানেরও অধিকারী, তার ক্ষেত্রে নির্ভিক ও সৎসাহসী হওয়া অপরিহার্য। কেননা সত্য এবং ইহার 'এরফান'-এর ফলশ্রুতিতে সাহসিকতা সৃষ্টি হয় এবং যুক্তি ও দলিল-প্রমাণ ভিত্তিক আলোচনা অনুষ্ঠানকালে যার কাছে সত্য বিদ্যমান থাকে এবং যে আলোচ্য বিষয়ের পূর্ণ ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান রাখে তার কথা ও বর্ণনায় প্রতাপ ও ঐশ্বর্যের বিকাশ ঘটে, এবং এরূপ শক্তির সঞ্চার হয় যে, তার পক্ষে সাহসী হওয়াটাই অতি স্বাভাবিক ব্যাপার ও অনিবার্য ফলশ্রুতি হয়ে দাঁড়ায়। সেজন্য মুমিন তার বক্তব্য বিষয়ে অবিচল বিশ্বাস ও কামেল একীন রাখে এবং তার পক্ষে পদস্খলন বা

দোদুল্যমান হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। যুক্তি-প্রমাণ ও কথা-বার্তায় সর্বদা সেই ব্যক্তিই দোদুল্যমান হয় যে নিজে অস্পষ্টতার শিকার হয়ে পড়ে। অতএব, অজ্ঞতা এবং বিষয়বস্তুর সুস্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অভাব যুক্তি ও দলিল-প্রমাণের জগতে (মানুষের) পদক্ষেপকে দুর্বল ও দোদুল্যমান করে তোলে এবং সেই অনুপাতে তার 'সবাতে কদম' কেড়ে নেয়।

হুজুর বলেন, অতএব উক্ত বিষয়বস্তুটির প্রয়োগ যখন রুহানী জ্ঞানমূলক ধর্মীয় ও দীনি জেহাদের ক্ষেত্রে করা হয় তখন এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, হে খোদা! আমাদের 'সবাতে-কদম' (দৃঢ়পদক্ষেপ) দান কর অর্থাৎ এই মজমুনের সহিত সম্পর্কযুক্ত ঐ যাবতীয় গুণ ও বৈশিষ্ট্য আমাদের দান কর, যা বীরত্ব ও সাহসিকতার উদ্ভব ঘটায়।

এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা এই যে, আমরা যেন সুনির্ভরযোগ্য কথা বলি; সন্দেহ যুক্ত কথা না বলি। অতএব হে খোদা! আমাদেরকে গভীর জ্ঞান দান কর, সে জ্ঞানের 'এরফান' (প্রত্যক্ষ ও গভীর উপলব্ধি) দান কর; আমাদেরকে এরূপ অকাট্য দলিল-প্রমাণ উপস্থাপনের সৌভাগ্য দান কর, দুশমনের কাছে যেগুলির কোন জওয়াব না থাকে এবং আমাদেরকে সত্যের উপর সদা প্রতিষ্ঠিত থাকার তওফিক দাও এবং আমরা যেন কখনও না-হক ও অযৌক্তিক কথা উচ্চরণ না করি।

নেতিবাচক ভূমিকা গ্রহণে আত্মরক্ষা ও ইতিবাচক ভূমিকা পালনের নির্দেশঃ

হুজুর বলেন, এছাড়াও, 'সবাত' (দৃঢ়তা) শব্দটিতে 'ইতিবাচক'-এর অর্থও নিহিত রয়েছে, যা কি না 'নেতিবাচক'-এর বিপরীত অর্থ বহণ করে, যেমন 'যোগ ও গুণ'-এর মোকাবেলায় 'বিয়োগ'। সুতরাং 'সবাতে-কদম'-এর একটি অর্থ হলো এই যে, আমাদেরকে হে আল্লাহ!, এই জেহাদের ক্ষেত্রে প্রতিটি নেতিবাচক কার্যকলাপ থেকে বাঁচাও এবং প্রতিটি এমন কাজ থেকে দূরে রাখ, যা তোমার দৃষ্টিতে ভ্রান্ত ও অশোভনীয় এবং নাশকতামূলক। এর মোকাবেলায় ও এর পরিবর্তে তুমি আমাদেরকে গঠনমূলক ভূমিকা গ্রহণের তওফিক দাও। আমাদের যুক্তি-প্রমাণ সর্বদা ইতিবাচক ও গঠনমূলক হোক। এ সমগ্র বিষয়টি একজন মুমিনের কথা ও বাচনভঙ্গীকে কাফিরের (কোনও অস্বীকারকারী ব্যক্তি) কথা-বার্তা ও বাচনভঙ্গী থেকে সেইরূপ পৃথক ও স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করে যেরূপ অন্ধকার থেকে আলো পৃথক হয়ে পড়ে এবং এই মজমুনে প্রবেশ লাভ করার পর 'সবাতে-কদম'-এর অর্থ দাঁড়াবে এই যে, হে খোদা! এই সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্য থেকে আমরা যেন কখনও বিচ্যুত ও পদস্খলিত না হ'তে পারি। দুশমন সর্বাত্মক চেষ্টা চালাবে আমাদেরকে তাদের পথে টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য। দুশমন বলপ্রয়োগ করবে আমাদের নিকট থেকে ইতিবাচক গুণগুলি কেড়ে নিয়ে আমাদেরকেও (তাদের ন্যায়) নেতিবাচক পদ্ধতি ও কর্মপন্থা অবলম্বনে বাধ্য করার। তারা যেরূপ অশ্লীল ও অশ্রাব্য কথা বলে, অনুরূপ অশ্লীল ও অশ্রাব্য কথা আমাদেরকে দিয়েও বলাতে এবং ধর্মের ব্যাপারে যেরূপ তারা জবরদস্তি ও বলপ্রয়োগ করে

চলেছে সেইরূপ আমাদের দ্বারাও করাবার প্রয়াস পাবে এবং যে ময়দানে তারা দক্ষ ও প্রবল এবং আমরা অনভিজ্ঞ ও অপরাগ এবং যে ময়দানের মার-প্যাচ সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ, সে ময়দানে আমাদের টেনে নিয়ে যেতে চাইবে। সেজন্য হে খোদা ! আমাদেরকে 'সবাতে কদম' দান কর, দৃঢ়পদে সুপ্রতিষ্ঠিত রেখো, আমাদেরকে কখনও সে পথে যেতে দিও না ! যদিও আমাদের কখনও মনেও চায় এবং দুশমনের স্বভাব-চরিত্র ধারণ করতে আমাদের হৃদয় উদগ্রীবও হয়ে উঠে এবং আমাদের হৃদয় শীতল না হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা শত্রু যে আমাদের অন্তরে জ্বালা ধরিয়েছে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারি, এমত অবস্থাতেও হে খোদা ! আমাদের 'সবাতে-কদম' দান করো—দৃঢ়পদক্ষেপে সুপ্রতিষ্ঠিত রেখো, আমাদেরকে ঐ সকল সদগুণে কায়েম রেখো, যেগুলি তোমার দৃষ্টিতে এ জেহাদের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ও গঠনমূলক পদক্ষেপ বলে চিহ্নিত এবং যেগুলির মধ্যে নাশকতামূলক কোন একটিও পদক্ষেপ নেই।

ইহা অগ্রাভিযান ও বিজয়লাভেরও দোওয়া ঃ

হুজুর বলেন, আমি এ বিষয়বস্তুটি বিশেষতঃ এজন্যও নির্বাচন করেছি যে, বিভিন্ন রূপে জামাতকে আমি জেহাদের দিকে আহ্বান করে চলেছি এবং কোন কোন বন্ধুর মনে এ প্রশ্নের উদয় হয় যে, জেহাদ বলতে কি বুঝায় ? বাস্তবিকপক্ষে ইসলাম ধর্মের দৃষ্টি-ভঙ্গী হলো মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র ও স্তরেই জেহাদের দৃষ্টি-ভঙ্গী বিদ্যমান। সেজন্য এ প্রসঙ্গে আমি যখন কোন মযমুন (বিষয়বস্তু) বর্ণনা করি তখন (উহাতে) জেহাদ ব্যতীত কোন শব্দ আমার দৃষ্টিপটে উদ্ভাসিত হয় না। আল্লাহতায়ালার খাতিরে তাঁর নির্দেশমত যে প্রচেষ্টাই চালানো হয় এবং উহা উক্ত আয়াতটিতে বর্ণিত সদগুণগুলির দ্বারা সুসজ্জিত হয় এরূপ প্রতিটি প্রচেষ্টাই জেহাদ। উক্ত সদগুণ গুলিতে সুসজ্জিত নয় এমন কোন প্রচেষ্টা বরকতযুক্ত ও কল্যাণ-মণ্ডিত হতেই পারে না। কাজেই যখন আমি বলি যে, শুদ্ধি আন্দোলনের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষে জেহাদ কর, সত্যের পক্ষে ও মিথ্যার বিরুদ্ধে জেহাদ কর এবং এই প্রকারের বিষয়বস্তু প্রসঙ্গে যেখানে "জেহাদ" শব্দটি ব্যবহার করি, তখন জেহাদ যেহেতু ইসলামের (শিক্ষানুযায়ী) সমগ্র মানব-জীবনের সর্বক্ষেত্রে ব্যাপ্ত ও বিস্তৃত, সেহেতু সেখানে এ শব্দটি ছাড়া অন্য কোনও শব্দের যথার্থ প্রয়োগ হতে পারে না।

বিবেকের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর আজিমুশ্বান জেহাদ ঃ

হুজুর বলেন, "সবাতে-কদম' (দৃঢ় পদক্ষেপ প্রতিষ্ঠা) সম্পর্কিত বিষয়বস্তুটি ইতিবাচকরূপে হযরত মোহাম্মদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের 'উসওয়া হাসানা'—তাঁর উৎকৃষ্টতম জীবনাদর্শে সর্বময় বিস্তৃত এবং নেতিবাচকরূপে তাঁর শত্রুদের চরিত্র ও কর্ম-ধারায় পরিব্যাপ্ত। কুরআন করীম উভয় দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে সে দু'টির রূপরেখা ও চিত্রসমূহ এত সুস্পষ্ট রূপে তুলে ধরেছে যে, সত্যের বিরুদ্ধবাদীরা যে সব পন্থা অবলম্বন করে থাকে এবং সত্যাশ্রয়ী ও সত্যের সমর্থকগণ যেসব পন্থা অবলম্বন করে থাকে, তা

সবিস্তারে বর্ণনা করে আল্লাহতায়ালা বলে দিয়েছেন যে, এ সম্বন্ধে আমরা যা বলছি তা কিরূপে ঘটে থাকে, এস, তা তোমরা স্বচক্ষে দেখে লও।

এ প্রসঙ্গে হুজুর (আইঃ) হযরত নবী করীম (সাল্লাল্লাহুঃ) সমগ্র মানবজাতির খাতিরে বিবেকের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার্থে যে মহান জেহাদ করেছেন তাঁর পবিত্র সীরাতের সে উজ্জল দিকটি উল্লেখ করে বলেন যে, বিবেকের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার খাতিরে মানব-ইতিহাসে যখন থেকে যে কোন প্রকারের সংগ্রাম বা যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে আসছে, তখন থেকে এপ্রসঙ্গে সর্বাপেক্ষা আজিমুশ্বান ও ভরপুর (কামেল) জেহাদ করেছেন হযরত মোহাম্মদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম। এ প্রসঙ্গে তিনি সর্বপ্রথম সোসাইটিকে মনোযোগী ক'রেছেন এ বিষয়টির দিকে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি তার চিন্তা-ভাবনা এবং তার ঈমান ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে স্বাধীন এবং কারও চিন্তা-ভাবনা এবং তার ঈমান ও বিশ্বাসের উপর কোন রকম বাধা-নিষেধ আরোপ করার এবং জবরদস্তিমূলকভাবে তা পরিবর্তন করার প্রয়াস পাওয়ার অধিকার কারও নেই। সমগ্র মানবজাতির জন্য এই ঘোষণা। এ হলো মানবীয় মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জেহাদ। এর অর্থ হলো এই যে, কোন মানুষের চিন্তা-ধারা প্রকাশ ও প্রচার করার অধিকার না দেওয়া বা রোধ বা খর্ব করার অধিকার মানুষের নেই। এ উভয় দিক থেকে মানুষ স্বাধীন। হুজুর বলেন, বিবেকের স্বাধীনতার এই আজিমুশ্বান জেহাদ আজও সমগ্র মানবজাতির মনোযোগ ইহার দিকে আকর্ষণ করছে। এ সকল বুনিয়াদী শিক্ষা ও নীতিমালা থেকে বিমুখতার কারণেই মানুষের জীবন-সংগ্রামে আজ যত সব খারাপির সৃষ্টি হয়েছে।

বিবেকের স্বাধীনতার জন্য হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর জেহাদকে সদাসর্বদা জারী রাখার নির্দেশঃ

এরপর হুজুর (আইঃ) জামাতের বর্তমান অবস্থার উল্লেখ করে বলেন যে, জামাতের নিকট থেকে উল্লিখিত যাবতীয় অধিকারসমূহ হনন করা হচ্ছে, যে সব অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য হযরতে আকদাস মোহাম্মদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আজীবন জেহাদ করেছেন এবং তাঁর অনুসারী গোলামদেরকেও জোর তাকিদ করে গেছেন। উপরন্তু এ সকল অধিকার হননকারীগণ এ দাবীও করছে যে, তারা মুসলমান।

হুজুর বলেন, কাজেই আপনারা যখন 'সবাতে-কদম'-(দৃঢ় পদক্ষেপ প্রতিষ্ঠা)-এর জন্য দোওয়া করেন তখন বিশেষভাবে এ দোওয়াও করুন যে, বিবেকের স্বাধীনতার জন্য পরিচালিত জেহাদের ক্ষেত্রে হযরতে আকদাস মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহুঃ) যে সকল পদচিহ্ন রেখে গেছেন, হে খোদা! আমাদেরকে সে সকল পদচিহ্ন চুম্বন করে নিজেদের জান, মাল, সম্মান-সম্ভ্রম ও প্রাণের কোরবানী দিতে দিতে এই পথে এগিয়ে যাওয়ার তওফিক দান কর, আমাদের কদম যেন সদা এই পথে অগ্রসরমান হয় এবং নেতিবাচক দিকে যেন কখনও প্রত্যাবর্তিত না হয়।

(লণ্ডন থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'আল-নসর' ২৫শে ডিসেম্বর '৮৬ ইং)

অনুবাদঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৬৪তম সালানা জলসা উপলক্ষে আহমদীয়া জামাতের ইমাম হযরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)-এর পয়গাম

প্রিয় ভ্রাতা,

আস্‌সালামু আলাইকুম,

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া আগামী ১১, ১২, ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭ তারিখে সালানা জলসা করতে যাচ্ছে। আপনি এ অনুষ্ঠানে আমাকে পয়গাম পাঠাতে বলেছেন।

আজ এ কথা সত্য যে, আল্লাহর ফজলে আহমদীয়াতের সূর্য অস্তমিত হয় না। সারা দুনিয়া জুড়ে আহমদীয়া জামাত ইসলাম বিস্তার তথা আহমদীয়াতের বাণী প্রচারের কাজে নিয়োজিত। আমাদের জীবনে তবলীগের ক্ষেত্রে এ সালানা জলসা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এ কাজে আমাদের দায়িত্ব বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। এ সুযোগে আমাদেরকে নিজেদের অতীত কার্যক্রম গভীরভাবে পর্যালোচনা করতে হবে যাতে আমরা আমাদের অভিজ্ঞতার আলোকে ভবিষ্যত কর্মপন্থা গ্রহণ করতে পারি। আজ আমাদের বসে বসে ভাবার অবকাশ নেই, আমাদেরকে দ্রুতগতিতে চলতে হবে এবং সাথে সাথে সুচিন্তিত কর্মপন্থাও গ্রহণ করতে হবে এবং সময়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে অতি দ্রুতবেগে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে।

আমি আর অধিক জোর দিয়ে বলতে চাই না যে, আমরা যদি 'দায়ী ইলাল্লাহ' না হই, তা'হলে আমাদের কোন মূল্য নেই। আজ সবকিছুই এ ধারায় প্রবাহমান। আপনারা দোওয়া ও ইস্তেকামাতের মাধ্যমে সারা দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে আহমদীয়াত তথা ইসলামের আলোকবর্তিকা ছড়িয়ে দেয়ার কাজে নিজ নিজ ভূমিকা পালন করুন। আল্লাহতায়ালা তাঁর ফজল ও অনুগ্রহ দিয়ে আপনাদের প্রচেষ্টাকে কামিয়াব করুন এবং সমগ্র মহাদেশে ইসলামের এ রুহানী বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ুক।

আরেকটি অতীব জরুরী বিষয় সম্পর্কে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনারা কখনও আপনাদের ভবিষ্যত বংশধর—যুব-সম্প্রদায়ের উপযুক্ত দীনি তা'লিম দেয়ার বিষয়টি ভুলবেন না। এটা আপনাদের অবশ্য কর্তব্য—তাদেরকে এ মহান কাজের তা'লীম দেয়ার ব্যাপারে বিশেষ নজর দিবেন, কেননা ভবিষ্যতে তারাই জামাতের গুরুদায়িত্ব বহণ করবে। আপনারা সকল আহমদী সত্যিকার ইসলামী ধারায় জীবন যাপন করবেন এবং পবিত্র কুরআনের নির্দেশকে দৈনন্দিন জীবনের সকল কাজে প্রতিফলিত করবেন। আপনারা এমন নমুনা পেশ করুন যাতে অন্যেরা আপনাদের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং আপনাদেরকে অনুসরণ করার চেষ্টা করে। তা'হলেই আপনাদের দৈনন্দিন জীবনের সহজ, সরল ও উত্তম ধর্মীয় গুণাবলী দেখে বাইরের লোকেরা আহমদীয়াতের পতাকাতলে সমবেত হবে।

আমি আপনাদের জলসায় সাড়াজাগানো কামিয়াবীর জন্য দোওয়া করছি। যারা এ জলসায় যোগদান করছেন ও যারা একে সফলকাম করার কাজে নিয়োজিত— আল্লাহ তাদের সবার মংগল করুন।

জলসায় আগত সকলকে আমার মহব্বত ভরা "আস্‌সালামু আলাইকুম"।—ওয়াসসালাম

লণ্ডন
২৬/১২/৮৬ইং

মির্যা তাহের আহমদ
খলিফাতুল মসীহ রাবে'

অনুবাদঃ এ, কে, রেজাউল করীম

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৬৪তম সালানা জলসা উপলক্ষে

ন্যাশনাল আমীর সাহেবের উদ্বোধনী ভাষণ

তারিখঃ ১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭ইং।

প্রিয় ভ্রাতৃবৃন্দ,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু,

বৃহত্তর মুসলিম উম্মাহর পুনর্জাগরণ, ইসলামের পুনরুত্থান ও সকল ধর্মের উপর এর পূর্ণ বিজয়ের জন্য ইংরেজী ১৮৮৯ সালে আল্লাহতায়ালার আদেশে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ), আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠা করেন। আহমদীগণের আধ্যাত্মিক উন্নতির লক্ষ্যে এবং মানবজাতির নিকট ইসলামের বাণী পৌঁছানোর জন্য ঐশী নির্দেশে তিনি সালানা জলসার প্রবর্তন করেন। তাঁর প্রবর্তিত জলসার প্রতীকরূপে বিশ্বের বিভিন্ন আহমদীয়া জামাতে সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হ'য়ে আসছে। আল্লাহতায়ালার অশেষ ফজল ও করমে আমরা এক বৎসর পর আজ বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৬৪তম সালানা জলসায় মিলিত হওয়ার তওফিক লাভ করেছি। আলহামদুলিল্লাহ।

আজ এই বাবরকত মুহূর্তে আমরা অত্যন্ত ব্যাথা ভারক্রান্ত হৃদয়ে স্মরণ করছি পাকিস্তানের আহমদী ভ্রাতা ভগ্নীগণকে, যারা ইসলামের জন্য আল্লাহতায়ালার তৌহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য এবং রাসূলে আকরাম হযরত মোহাম্মদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের 'আজমত'কে পৃথিবীতে কায়েম করার জন্য বিরুদ্ধবাদীদের হস্তে অমানবিক যুলুম-নির্যাতনের শিকার হ'য়ে চলেছে। আমরা বেদনা ভারাক্রান্ত চিত্তে এ কথাও স্মরণ করছি যে, পাকিস্তানের বর্তমান সরকার আমাদের পত্র-পত্রিকা ও প্রেস বাজেয়াপ্ত করেই ক্ষান্ত হন নি, তারা পূর্বের দুই বৎসরের ন্যায় ১৯৮৬ সালেও রাবওয়ায় আমাদের কেন্দ্রীয় সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হোতে দেয়নি। আমরা অতীব দুঃখের সহিত আজ এ কথাও স্মরণ করছি যে, পাকিস্তান সরকার ও তাদের দোসররা হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামের পূত-পবিত্র চরিত্রের উপর একতরফাভাবে কালিমা লেপন করেই চলেছে এবং তাঁর উপর অশ্লীল ও জঘন্য ভাষায় গাল-মন্দ বর্ষণ করে চলেছে, যা নাকি বিশ্বজুড়ে আহমদীদের অশেষ মর্মপীড়ার কারণ। এতদ্ব্যতীত তারা আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে হাজার হাজার পুস্তক-পুস্তিকা ছাপিয়ে বহির্বিশ্বে পাকিস্তানের দূতাবাসগুলির মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে দিচ্ছে এবং মিথ্যা অপ-প্রচারে মেতে উঠেছে।

একলক্ষ চব্বিশ হাজার বার আল্লাহতায়ালার ভক্ত বান্দারা যেভাবে অগ্নি পরীক্ষার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছে বিশ্বের আহমদীরা, বিশেষভাবে পাকিস্তানের আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নীরা আজ এক বিরাট পরীক্ষার যুগাবর্তের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে চলেছে। অন্যান্য কয়েকটি বৎসরের ন্যায় বিগত বৎসরেও পাকিস্তানের আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নীগণের উপর যে লোমহর্ষক যুলুম-নির্যাতন করা হয়েছে, তার কয়েকটি মাত্র ঈমানোদ্দীপক দৃষ্টান্ত আমি আপনাদের গোচরীভূত করছি :

প্রথম ঘটনা : গত বৎসর মুসলমান নামধারী কিছু সংখ্যক উগ্রপন্থী মোল্লা ও সরকারী কর্মকর্তা পুলিশের সহযোগীতায় মর্দানের আহমদীয়া মসজিদটিকে বিধ্বস্ত করে দেয় এবং ঈদের নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে আগত সকল আহমদী মুসল্লীকে গ্রেফতার করে ওয়াগন ভর্তি করে নিয়ে হাজতে দেয়। মসজিদে যতগুলি কুরআন করীম ছিল সেগুলিকে তারা বের করে নর্দমার মধ্যে নিক্ষেপ করে, সেগুলিকে তারা ছিঁড়ে ছিন্ন ভিন্ন করে এবং সেগুলির উপর প্রস্রাব করে। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। যতবার তারা মসজিদে চড়াও হ'য়েছিল, ততবার তারা না'রায়ে তকবীর এবং লাব্বাইকা আল্লাহুমা লাব্বাইকা' ধ্বনি উচ্চারণ করছিল। অর্থাৎ তারা বলছিল, 'হে আল্লাহ! আমরা তোমারই ইবাদত গৃহটি বিধ্বস্ত করছি।' এ কোন্ আল্লাহ ছিল, যার নামে তারা এ গর্হিত কাজ করছিল? সে তো হযরত মোহাম্মদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আল্লাহ নয়। হযরত মোহাম্মদ মোস্তাফা (সাঃ) তো অন্যদের ইবাদত-গৃহের হেফাযত করার শিক্ষা দিয়েছেন। সব চেয়ে আশ্চর্য ও পরিতাপের বিষয় এই যে, যাদেরকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে যে অমুক আহমদী আযান দিয়েছিল, অমুক আহমদী নামায পড়ছিল, অমুক আহমদী কুরআন শরীফের দরস দিচ্ছিল, এবং অমুক আহমদীর নিকট থেকে 'বিসমিল্লাহ' হস্ত গত হয়েছে। এই কলঙ্কের টিকা কিয়ামতকাল অবধি এদের এবং সংশ্লিষ্ট লোকদের কপালে বিরাজ করবে এবং ইতিহাস চিরকাল এদের উপর লা'নত ও অভিসম্পাত বর্ষণ করতে থাকবে।

দ্বিতীয় ঘটনা : সিন্ধু প্রদেশের শুক্কুর শহরে গত বৎসর ১১ই মে রোজ রোববার দু'জন আহমদী মুসলমানকে শহীদ করে দেওয়া হয়েছে। তাঁদের উপর কুঠার ও খঞ্জর দ্বারা প্রকাশ্য দিবালোকে হামলা চালানো হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই শুক্কুর শহরে ১লা মে ১৯৮৪ইং শুক্কুর আহমদীয়া জামাতের আমীর মোহতারম কুরায়শী আবদুর রহমান সাহেবকে শহীদ করা হয়েছিল এবং ১৯৮৫ সালের জানুয়ারী মাসে শহীদ কামরুল হক সাহেবের ভাই শুক্কুর বারের সিনিয়ার এডভোকেট জনাব নজমুল হক সাহেবের উপরও হামলা চালাইয়া তাঁকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে ভীষণভাবে আহত করা হয়েছিল।

তৃতীয় ঘটনা : উপরোক্ত ঘটনার দু'দিন পূর্বে মোল্লাদের নেতৃত্বে প্রায় হাজার/দেড় হাজার লোক কোয়েটাস্থ আহমদীয়া মসজিদের উপর হামলা চালায় এবং পুলিশের তত্ত্বাবধানে প্রস্তর নিক্ষেপ করে। তারা সেখানে উপস্থিত আহমদীদিগকে হত্যার

হুমকি দেয় এবং পাঁচজনকে আহত করে। উপস্থিত বাদবাকী আহমদীদিগকে গ্রেফতার করার পর পুলিশ মসজিদটিকে তালাবদ্ধ করে দেয়। কিন্তু হামলাকারীদের মধ্যে কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

৪র্থ ঘটনা ঃ ১৯৮৪ সালে শাহীওয়ালের আহমদীয়া মসজিদে নামায-ফজরের পরে পরে কিছু সংখ্যক মৌলভী ও তাদের মাদ্রাসায় শিক্ষারত ছাত্ররা হামলা চালায়। তারা মসজিদের বিভিন্ন স্থানে লিখা 'কলেমা তৈয়্যাব' মুছে দেয়ার উদ্দেশ্যে ব্রাশ ও পেইন্ট সঙ্গে এনেছিল। মসজিদের বাহিরে দেওয়ালের উপর থেকে তো তারা 'কলেমা তৈয়্যাব' মুছে ফেলতে সক্ষম হলো। কিন্তু যখন তারা মসজিদের ভিতর-দরজার উপরে লিখা 'কলেমা তৈয়্যাব' মুছতে উদ্যত হলো তখন উপস্থিত চারজন আহমদী যুবক তাতে বাধা দিল এবং বললো, "আমাদের জীবন চলে গেলেও আমরা তোমাদেরকে কলেমা মুছতে দেব না।" মৌলভী ও তাদের বিপুল সংখ্যক ছাত্ররা উক্ত চারজন আহমদী যুবককে হত্যা করার হুমকি দিয়ে মসজিদে আক্রমণ চালিয়ে ভিতরে প্রবেশ করার প্রয়াস পেল। তখন প্রাণ নাশের আশংকায় এবং এই মহান ও সর্বোচ্চ উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে, যে কোন মূল্যেই মসজিদ থেকে কলেমা নিশ্চিহ্ন করতে দেয়া হবে না, উক্ত চার জন আহমদী যুবকের মধ্যে একজন বন্দুকের ফায়ার করলো, যার পরিণতিতে দু'জন আক্রমণকারী নিহত হয়।

কিছুদিন পূর্বে প্রাপ্ত সংবাদ অনুযায়ী পাকিস্তান সরকার 'শাহীওয়াল কেইস' এর রায় ঘোষণা করেছে। উক্ত রায় অনুযায়ী আমাদের সেলসেলার মুরুব্বী মোহতারম মোহাম্মদ ইলিয়াস মুনীর এবং নয়ীম উদ্দিন সাহেবের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হয়েছে এবং অন্য পাঁচজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড শুনানো হয়েছে। আহ্‌বাবে জামাত সর্বশক্তিমান আল্লাহ-তায়ালার দরবারে দর্দে-দিলের সহিত দোওয়া করুন যেন তিনি তাঁর সর্বশক্তিমানতার জ্যোতির্বিকাশ ঘটান এবং নির্দোষ ও মযলুম আহমদীদের মুক্তির পথ ও উপায় উদ্ভাবন করেন।

৫ম ঘটনা ঃ ২৩শে মে, ১৯৮৫ইং কোন অজ্ঞাত ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা শুক্কুরের 'দেওবন্দী মসজিদ' এ বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়। ইহার ফলে দুই ব্যক্তি নিহত ও পনের জন আহত হয়। তারপর পুলিশ সাতজন আহমদীর বিরুদ্ধে মিথ্যা কেইস চালায়। কিছু দিন পূর্বে এর রায় শুনানো হয়েছে। উক্ত রায় অনুযায়ী সাতজন আহমদী বন্দীর মধ্যে দুইজন সম্বন্ধে মৃত্যুদণ্ড শুনানো হয়। অপর পাঁচজন আহমদীর বিরুদ্ধে ফয়সালা সংরক্ষিত রাখা হয়েছে।

এখানে একটি ঈমানবর্ধক বিষয় উল্লেখ করা অতীব প্রয়োজনীয় যে, আহমদীয়া জামাতের সদস্যগণের আবেগানুভূতি যখন শাহীওয়াল ও শুক্কুরের 'রাহে-মওলা' বন্দীদের নিকট পেঁৗছান হয়, তখন তারা এই পয়গাম পাঠিয়েছে যে, "জামাতের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে আমাদের 'আস-সালামু আলাইকুম' পেঁৗছিয়ে দিন এবং নিশ্চয়তা দান করুন যে, আমরা আল্লাহ-

তায়ালার ফজলে অত্যন্ত আনন্দিত আছি এবং নিজেদের জন্য ইহাকে আমরা অসাধারণ সৌভাগ্য বলে জ্ঞান করছি। শুধু দোওয়া করুন এবং আমাদের পক্ষ থেকে বাইরের সকলকে শান্তনা দিন, তারা যেন আমাদের ব্যাপারে কোনই চিন্তা না করেন।"

৬ষ্ঠ ঘটনা ঃ কলেমা তৈয়্যাবাকে নিজেদের বক্ষে ধারণ করার দরুন পাকিস্তানে আহমদীগণকে লোমহর্ষক শাস্তি প্রদান করা হচ্ছে। এই যুলুমের পদ্ধতিটি চৌদ্দশত বছরে ইসলামের প্রারম্ভকাল ব্যতীত আর কখনো দেখা যায় না। এই আচরনতো ইসলামের 'আওয়ালী' অর্থাৎ অগ্রবর্তীদের সহিত করা হয়েছে, অথবা বর্তমানে 'আখারীন' অর্থাৎ পরবর্ত্তীদের সহিত করা হয়েছে। কোয়েটায় তিনজন আহমদীকে 'কলেমা তৈয়্যাবার' প্রতি বিশ্বাস ও ভালবাসার অপরাধে এক এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং এক এক হাজার রুপিয়া জরিমানা এবং অন্য একজন আহমদীকে ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড অথবা দশ হাজার রুপিয়া জরিমানার শাস্তি শুনানো হয়েছে। তাদের মধ্যে একজনতো দণ্ডাজ্ঞা শোনামাত্র জোরে কলেমার না'রা লাগালেন যে, আদালত তৎক্ষণাৎ তার দণ্ডাদেশ আরো ছয় মাস বাড়িয়ে দিলেন। কেবলমাত্র আহমদী পুরুষদের উপরই যুলুম-নির্যাতন চালানো হচ্ছে না। বিগত বৎসর ঈদুল ফিৎরের দিন পাকিস্তানের মর্দান শহরে একজন আহমদী মহিলাকেও শহীদ করে দেয়া হয়েছে।

যদিও ঐশী নিয়তির দরুণ মুমিনদের জামাতকে দুঃখ-কষ্টের একটি আবর্তের মধ্য দিয়ে অনিবার্যভাবেই অতিক্রম করতে হয়, কিন্তু এরূপ যুগ বস্তুতঃপক্ষে বড়ই আজীমুশ্শান যুগ হয়ে থাকে। কেননা এরূপ যুগ ইহার পশ্চাতে অফুরন্ত সৌভাগ্য ও বরকত রেখে যায়। আজ আমি আপনাদেরকে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলছি, আল্লাহতায়ালা কর্তৃক ঘোষিত "লা ইকরাহা ফিদ্দীন" নীতির পরিপন্থী ধর্মের ব্যাপারে বলপ্রয়োগের কুটনীতি কার্য্যকরী করতে গিয়ে পাকিস্তানের বর্তমান সরকার ও তাদের দোসররা সম্পুর্ণরূপে অকৃতকার্য ও ব্যর্থ হয়েছে। তারা আহমদীদিগকে নামায আদায়ে জবরদস্তি বাধা দানের চেষ্টা করছে। কিন্তু আহমদীরা নামায আদায়ে অধিকতর সুদৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং নামাযের মন-মেজাযের দিক দিয়েও এবং রূহানী সুসম্পদের দিক দিয়েও তাদের নামাযে উন্নতি ও অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। আহমদীয়াতের বিরুদ্ধবাদীদের পরিকল্পনার অপর দিকটি ছিল আহমদীদের মসজিদগুলোকে বিরান করা এবং আহমদীদিগের হৃদয় থেকে তৌহীদ ও রেসালতে মোহাম্মদ (সাঃ) সম্বলিত কলেমা তৌহীদও হরণ করা। ইহাতেও তারা দারুনভাবে ব্যর্থ ও অকৃকার্য হয়েছে। কলেমার প্রতি আহমদীদের ভালবাসাতো পূর্বেই ছিল। তাদের যুলুম নির্য্যাতনের ফলে সেই ভালবাসার এখন অধিকতর উন্মেষ ঘটেছে। সে ভালবাসা এখন আহমদীদের চোখ দিয়ে বর্ষিত হচ্ছে এবং রক্ত হয়ে তাদের জখমগুলি থেকে ঝরছে। তদুপরি সকল প্রকার অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও আইনগত প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও পাকিস্তানের আহমদীগণ মালী কোরবাণীর ক্ষেত্রে ১৯৮৫-৮৬ আর্থিক বৎসরে জামাতের নির্দ্ধারিত বাজেটকে ছাড়িয়ে গেছে। তারা বাজেটের চেয়ে বিশ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত লাজেমী চাঁদা আদায় করে উক্ত আর্থিক বৎসরে মোট দুই কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকার অধিক মালী কোরবানী পেশ করেছেন।

তায়ালার ফজলে অত্যন্ত আনন্দিত আছি এবং নিজেদের জন্য ইহাকে আমরা অসাধারণ সৌভাগ্য বলে জ্ঞান করছি। শুধু দোওয়া করুন এবং আমাদের পক্ষ থেকে বাইরের সকলকে শান্তনা দিন, তারা যেন আমাদের ব্যাপারে কোনই চিন্তা না করেন।"

৬ষ্ঠ ঘটনা ঃ কলেমা তৈয়্যাবাকে নিজেদের বক্ষে ধারণ করার দরুন পাকিস্তানে আহমদীগণকে লোমহর্ষক শাস্তি প্রদান করা হচ্ছে। এই যুলুমের পদ্ধতিটি চৌদ্দশত বছরে ইসলামের প্রারম্ভকাল ব্যতীত আর কখনো দেখা যায় না। এই আচরনতো ইসলামের 'আওয়ালী' অর্থাৎ অগ্রবর্তীদের সহিত করা হয়েছে, অথবা বর্তমানে 'আখারীন' অর্থাৎ পরবর্ত্তীদের সহিত করা হয়েছে। কোয়েটায় তিনজন আহমদীকে 'কলেমা তৈয়্যাবার' প্রতি বিশ্বাস ও ভালবাসার অপরাধে এক এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং এক এক হাজার রুপিয়া জরিমানা এবং অন্য একজন আহমদীকে ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড অথবা দশ হাজার রুপিয়া জরিমানার শাস্তি শুনানো হয়েছে। তাদের মধ্যে একজনতো দণ্ডাজ্ঞা শোনামাত্র জোরে কলেমার না'রা লাগালেন যে, আদালত তৎক্ষণাৎ তার দণ্ডাদেশ আরো ছয় মাস বাড়িয়ে দিলেন। কেবলমাত্র আহমদী পুরুষদের উপরই যুলুম-নির্যাতন চালানো হচ্ছে না। বিগত বৎসর ঈদুল ফিৎরের দিন পাকিস্তানের মর্দান শহরে একজন আহমদী মহিলাকেও শহীদ করে দেয়া হয়েছে।

যদিও ঐশী নিয়তির দরুণ মুমিনদের জামাতকে দুঃখ-কষ্টের একটি আবর্তের মধ্য দিয়ে অনিবার্যভাবেই অতিক্রম করতে হয়, কিন্তু এরূপ যুগ বস্তুতঃপক্ষে বড়ই আজীমুশ্শান যুগ হয়ে থাকে। কেননা এরূপ যুগ ইহার পশ্চাতে অফুরন্ত সৌভাগ্য ও বরকত রেখে যায়। আজ আমি আপনাদেরকে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলছি, আল্লাহতায়ালা কর্তৃক ঘোষিত "লা ইকরাহা ফিদ্দীন" নীতির পরিপন্থী ধর্মের ব্যাপারে বলপ্রয়োগের কুটনীতি কার্য্যকরী করতে গিয়ে পাকিস্তানের বর্তমান সরকার ও তাদের দোসররা সম্পুর্ণরূপে অকৃতকার্য ও ব্যর্থ হয়েছে। তারা আহমদীদিগকে নামায আদায়ে জবরদস্তি বাধা দানের চেষ্টা করছে। কিন্তু আহমদীরা নামায আদায়ে অধিকতর সুদৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং নামাযের মন-মেজাযের দিক দিয়েও এবং রূহানী সুসম্পদের দিক দিয়েও তাদের নামাযে উন্নতি ও অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। আহমদীয়াতের বিরুদ্ধবাদীদের পরিকল্পনার অপর দিকটি ছিল আহমদীদের মসজিদগুলোকে বিরান করা এবং আহমদীদিগের হৃদয় থেকে তৌহীদ ও রেসালতে মোহাম্মদ (সাঃ) সম্বলিত কলেমা তৌহীদও হরণ করা। ইহাতেও তারা দারুনভাবে ব্যর্থ ও অকৃকার্য হয়েছে। কলেমার প্রতি আহমদীদের ভালবাসাতো পূর্বেই ছিল। তাদের যুলুম নির্য্যাতনের ফলে সেই ভালবাসার এখন অধিকতর উন্মেষ ঘটেছে। সে ভালবাসা এখন আহমদীদের চোখ দিয়ে বর্ষিত হচ্ছে এবং রক্ত হয়ে তাদের জখমগুলি থেকে ঝরছে। তদুপরি সকল প্রকার অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও আইনগত প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও পাকিস্তানের আহমদীগণ মালী কোরবাণীর ক্ষেত্রে ১৯৮৫-৮৬ আর্থিক বৎসরে জামাতের নির্দ্ধারিত বাজেটকে ছাড়িয়ে গেছে। তারা বাজেটের চেয়ে বিশ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত লাজেমী চাঁদা আদায় করে উক্ত আর্থিক বৎসরে মোট দুই কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকার অধিক মালী কোরবানী পেশ করেছেন।

একদিকে যেমন পাকিস্তানের আহমদীরা যুলুম-নির্যাতনের শিকার হয়ে চলেছে, তেমনি অন্যদিকে জাতি সঙ্ঘের মানবাধিকার কমিশন থেকে আরম্ভ করে বিশ্বের অনেক নেতা ও সংস্থা, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এবং এমনকি পাকিস্তানের বিরোধী দলীয় নেতাগণও আহমদী বিরোধী অর্ডিনেন্স ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় কঠোর নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছে। বিশ্ববিবেক আজ পাকিস্তান সরকারের অমানবিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সোচ্চার হ'য়ে উঠেছে।

পাকিস্তান সরকার ও তাদের দোসররা আহমদীয়াতকে পাকিস্তান থেকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু আল্লাহতায়ালা বলেন, "কাতাবাল্লাহু লাআগলাবান্না আনা ওয়া রাসূলী।" অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর প্রেরিত রাসূল নিশ্চয় বিজয়ী হবেন। ১৯৮৫ সালের ন্যায় ১৯৮৬ সালও এইরূপ বিজয় ও আল্লাহতায়ালার সাহায্যের অগণিত নিদর্শনে ভরপুর। এখানে কয়েকটি উদাহরণের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে:

(১) হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) তিন সপ্তাহব্যাপী কানাডা সফর শেষে ২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬ ইং তারিখে সেখানে প্রথম আহমদীয়া মসজিদের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেন। এই বরকতপূর্ণ অনুষ্ঠানটিতে উপস্থিত সুধীবৃন্দকে সাদর-সম্ভাষণ জ্ঞাপন করে অভিনন্দন পত্র পেশ করেন মোবাল্লেগ ইনচার্জ মাওলানা নাসীম মাহদী সাহেব। হুজুর (আইঃ)-এর ভাষণের পূর্বে নগরীর লেডী মেয়র, Township of East guillumbury এর মেয়র এবং ওন্টারিও প্রাদেশিক সরকারের কৃষ্টি ও নাগরিকত্ব মন্ত্রীর প্রতিনিধি নিজেদের সময়োপযোগী অভিভাষণে আল্লাহর গৃহ নির্মাণে আনন্দ প্রকাশ করেন এবং প্রার্থনা করেন যেন এই পবিত্র গৃহটি মানবজাতির কল্যাণ ও সমৃদ্ধির উপকরণ ও সুফল বয়ে আনে।

(২) আমেরিকার জামাতে আহমদীয়া ARIZONA অঞ্চলে খোদাতায়ালার ফজলে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছে। এর ভিত্তি প্রস্তর আমেরিকার ইনচার্জ মোবাল্লেগ মোহতারম শেখ মোবারক আহমদ সাহেব ২০শে জুলাই, ১৯৮৬ ইং তারিখে রেখেছেন। ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপনের অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে হুজুর (আইঃ) তাঁর বিশেষ দোওয়ার সহিত এক খণ্ড ইষ্টক প্রেরণ করেছেন। উহাই স্থাপন করা হয়েছে।

(৩) হুজুর (আইঃ) বলেন, আফ্রিকার এমন একটি দেশ, যে দেশটির নামও আমি কখনো শুনিনি, সেখান থেকে একখানা পত্র পেলাম। পত্রটিতে জনৈক ব্যক্তি লিখেছেন যে, জামাতে আহমদীয়ার লিটারেচার বহু কাল যাবৎ পাঠ করার পর তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, আহমদীয়াতই ইসলামের সত্য ফেরকা বা জামাত। সেজন্য তিনি কেবল বায়াতই করতে চাননা, বরং সেখানে তিনি আহমদীয়াত তথা ইসলামের মোবাল্লিগ হয়ে কাজও করতে চান। উল্লিখিত ঘটনাবলী হলো এমন বহু সংখ্যক ঘটনার মধ্যে কয়েকটি, যেগুলি বিশ্বব্যাপী সংঘটিত হচ্ছে এবং এরূপ অলৌকিকভাবে হচ্ছে যে, এগুলি আমাদের ক্ষমতা-বহির্ভূত হ'য়ে থাকে, আল্লাহতায়ালা নিজের থেকে তা সমাধানের ব্যবস্থা করে দেন এবং এ সকল মোজেযার পশ্চাতে এমন ধরণের অবস্থাবলীই থাকে, যা মানবীয় জ্ঞান-বুদ্ধির পরিপন্থী নয়।

(৪) ১৯৮৬ সালে আহমদীয়া জামাতের বিশেষ কর্মসূচী ছিল বিভিন্ন ভাষায় কুরআন করীমের তরজমা ও তফসীর প্রকাশনা, মসজিদ নির্মান, দাওয়াত ইলাল্লাহ ও সিরাতুন্নবী

জলসা অনুষ্ঠান। আল্লাহতায়ালা তাঁর অশেষ করুণায় এই চারিটি কাজকেই বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে বিপুলভাবে বিস্তার দান করেছেন। বিশ্বের সব কয়টি দেশে তবলীগের কাজ ব্যাপক-ভাবে সম্প্রসারিত হয়ে বায়াতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। সমগ্র বিশ্বে নুতন নুতন জামাত সৃষ্টি হচ্ছে। এত বিরুদ্ধাচরণ সত্বেও পাকিস্তানেও বায়াতের হার বেড়েই চলেছে। বাংলা-দেশেও আল্লাহতায়ালার ফজলে কয়েকটি নুতন জামাত সৃষ্টি হয়েছে এবং বাংলা ভাষায় কুরআন করীমের সংক্ষিপ্ত টিকাসহ তরজমার কাজ শেষ হয়েছে। সারা বিশ্বের সর্বত্রই বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সহিত সিরাতুন্নবী জলসা উদযাপিত হচ্ছে। এমনকি বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে আহমদীদের ঘরে ঘরেও এই মহান জলসার আয়োজন করা হয়েছে, এবং এখনও করা হচ্ছে।

আল্লাহতায়ালা বলেন, "ওয়া'তাসেমু বে হাবলিল্লাহে জামীয়া"। অর্থাৎ তোমরা সম্মি-লিতভাবে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়রূপে ধর। আল্লাহর রজ্জু বলতে খেলাফতের রজ্জুকে বুঝায়। আজ আমি বাংলাদেশের আহমদী ভ্রাতা ভগ্নিগণকে উদাত্তকণ্ঠে আহবান জানাচ্ছি, আসুন, আমরা সকলে খেলাফতের রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়িয়ে ধরি। আসুন আমরা সকলে খলীফায়ে ওয়াক্তের প্রত্যেকটি তাহরিকে 'লাব্বায়েক' বলি, আসুন, আমরা সকলে নিজেদের মধ্যকার সকল প্রকার আত্ম-কলহ, হিংসা-বিদ্বেষ ও ঝগড়া-বিবাদ ভুলে গিয়ে সমবেতভাবে 'দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র' আজীমুশ্বান জেহাদে শামিল হই এবং পবিত্র-চেতা লোকদের সেরূপে তালাশ করি, যেরূপে হারানো জিনিষ তালাশ করা হয়। আসুন, আহমদীয়াত তথা ইসলামের প্রতিশ্রুত বিজয়ের জন্য আমরা সকলে আমাদের জান, মাল, ওয়াক্ত ও ইজ্জত আল্লাহতায়ালার রাহে কোরবান করার দীপ্ত অঙ্গীকার পুনরায় গ্রহণ করি। আসুন, আমরা সকলে আমাদের সেজদাগুলিকে আল্লাহতায়ালার হামদ ও প্রশংসায় ভরে দেই এবং আমাদের প্রিয় ইমাম হযরত আমীরুল মুমিনীন খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)-এর সুস্বাস্থ্য এবং কর্মঠ ও কামিয়াব দীর্ঘায়ুর জন্য দোওয়া করি। তাহলে আপনারা দেখবেন যে, পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নাই, যা নাকি ইসলামের বিজয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে। কেননা, আল্লাহ-তায়ালা বলেন, "যালেকা বে আন্নাল্লাহা মাওলাল্লাযিনা আমানু"। অর্থাৎ আল্লাহ মুমিনদের মাওলা ও সাহায্যকারী।

আজ ইসলাম যখন চারিদিকে শত্রুদ্বারা আক্রান্ত, তখন মুসলিম উম্মাহ নিজেরা আত্ম-কলহে লিপ্ত। ইরাক-ইরান দীর্ঘ ভ্রাতৃ-ঘাতী এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে জর্জ্জরিত। শিয়া-সুন্নী ফাসাদ লেগেই রয়েছে। দেওবন্দী-বেরলবী একে অন্যের প্রতি খড়গ-হস্ত। পাকিস্তানে মোহাজের—পাঠানের রক্তক্ষয়ী সংঘাতের অবসান হচ্ছে না। মুসলিম রাষ্ট্রগুলি শতধা-বিচ্ছিন্ন, অন্যদিকে আমাদের প্যালেষ্টাইনের ভাইয়েরা স্বদেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে স্বাধিকারের দীর্ঘ সংগ্রামে বিপর্যস্ত। আসুন, আজ আমরা এই বরকতপূর্ণ জলসায় বৃহত্তর মুসলিম উম্মাহ ও মুসলিম জাহানের একতা, সৌহার্দ, সংহতি ও সঠিক উন্নতির জন্য পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালার দরবারে সজল নয়নে দোওয়া করি।

আল্লাহতায়ালা আমাদের সকলের হাফেয, নাসের ও হাদী হউন। আমীন। ওয়াস্‌সালাম।

খাকসার—

মোহাম্মাদ

ন্যাশনাল আমীর বাঃ আঃ আঃ

একটি ঐশী-প্রতিশ্রুত আন্দোলনের রূপরেখা

(পূর্বপ্রকাশিতের পর—২৪)

(৮) যুদ্ধ রহিত-করণ এবং ইয়াজুজ-মাজুজের 'ফেতনা' হতে রক্ষা-মূলক কার্যাবলী ঃ

নীতিগতভাবে ইসলাম মানে কল্যাণ ও শান্তির ধর্ম এবং ইসলামী শিক্ষা হলো ঃ 'লা ইকরাহা ফিদ্দীন' অর্থাৎ ধর্মের ব্যাপারে জোর-জবর-দস্তী বা শক্তি-প্রয়োগ অবৈধ (সূরা বাকারা ঃ ২৫৭)। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে 'রাহমাতুল্লিল আলামীন' অর্থাৎ 'বিশ্ব-জগতের কল্যাণ' বলে পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে (সূরা আম্বিয়া ঃ ১০৫)। ইসলামে শুধু আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে (সূরা হাজ্জ ঃ ৪০)। ইসলামের আবির্ভাব-যুগে সংখ্যা-গরিষ্ঠ অমুসলিম বিরুদ্ধবাদীগণ বারবার মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালিয়েছে এবং তার ফলে মুসলমানগণ অনেকগুলো যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। বর্ত-মানকালে ইসলামের দ্বিতীয় আধ্যাত্মিক অভ্যুত্থানের যুগে আগমনকারী হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদ (আঃ)-কে এইজন্য 'আহমদ' (সূরা সাফ ঃ ৭) এবং মসীলে ঈসা (সূরা নূর ঃ ৫৬ এবং সূরা ফাত্‌হে ঃ ৩০) হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁর মাধ্যমে ইসলামের 'জামালী' (গুণগত ও সৌন্দর্যমূলক) বিকাশ সংঘটিত হবে এবং যুক্তি-জ্ঞান ও ঐশী-নিদর্শনের আলোকে ইসলাম মহা-বিজয় লাভ করবে (সূরা সাফ ঃ ১০)। বুখারী ও অন্যান্য হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণীতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, প্রতিশ্রুত ঈসা (আঃ)-এর অন্যতম প্রধান কাজ হবে যুদ্ধ রহিত করা (ইয়াযাউল হারব)। কোন কোন বর্ণনায় 'ইয়াযাউল জিযইয়া, (যুদ্ধকর বা জিযইয়া উঠাইয়া দিবেন) বলে উল্লেখ রয়েছে। অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ "আল্লাহতায়ালা ওহীর দ্বারা মসীহ মাওউদ (আঃ)-কে সংবাদ দিবেন যে, আমি এমন কিছু লোক উত্থিত করেছি যাদের সংগে কারও যুদ্ধ করার ক্ষমতা নেই ; সুতরাং তুমি আমার বান্দাগণকে পাহাড়ের দিকে নিয়ে গিয়ে নিরাপদ কর।" (মুসলিম ও আবুদাউদ)।

উপরোক্ত বিষয়গুলো হ'তে সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় যে, হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আঃ)-কে অস্ত্রের যুদ্ধ করার দায়িত্ব দেয়া হয় নাই। 'যুদ্ধ নয় শান্তি' এই নীতির আলোকে যুক্তি-জ্ঞান এবং ঐশী নিদর্শনের মাধ্যমে মানুষের হৃদয় জয় করতঃ বিশ্ব-বিজয়ের দায়িত্ব বর্তানো হয়েছে তাঁর উপরে। সুতরাং 'খুনী মাহদী' বা যুদ্ধবাজ মাহদীর আগমনের জন্য যারা অপেক্ষমান, তাদের সেই আশা যেমন নীতিগতভাবে ভিত্তিহীন, তেমনি অবাস্তব এবং অযৌক্তিক। বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ ও মহাযুদ্ধের অবসান কল্পে এবং ইয়াজুজ-মাজুজের ক্রমবর্ধমান তাণ্ডবলীলা হ'তে মানবজাতিকে রক্ষার্থে আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তা সংক্ষেপে নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

সম্মিলিত জাতিসমূহের মিলিত শক্তির কাছে পরাজিত হবে। তৃতীয়তঃ পরাজয়ের পর সেই জাতিটির আচরণ সম্পর্কে বিচার করার সময় কোন রকম বাড়াবাড়ি করা হ'তে বিরত থাকতে হবে (কারণ পরাজিত শক্তির বিরুদ্ধে গৃহীত অপমানজনক এবং কঠোর প্রতিশোধ-মূলক ব্যবস্থা পরিণামে আরো ভয়ংকর সংঘর্ষ ও মহাযুদ্ধের পটভূমি তৈরী করে থাকে)। তাই ইসলাম বার বার ন্যায় বিচারের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করেছে। বিশ্বব্যাপী যুদ্ধমান পরিস্থিতিকে বাস্তব-সম্মত ভাবে মোকাবেলা করার জন্য পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এই সকল পদক্ষেপের আলোকে বিস্তারিত কার্য ব্যবস্থা রচিত হ'লে বিশ্ব-শান্তি ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হতে পারে।

(ঘ) ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখিত ইয়াজুজ ও মাজুজের ফেতনা বলতে বর্তমান যুগের রাজনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক উন্নতির উচ্চমার্গে উপনীত দু'টি প্রধান শক্তি-জোট অর্থাৎ একদিকে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন 'ন্যাটো' (NATO) শক্তি জোট এবং অন্যদিকে রাশিয়ার নেতৃত্বাধীন 'ওয়ারস' (WARSAW) শক্তি জোটকে বুঝানো হয়েছে (সূরা আম্বিয়া : ৯৭ আয়াত এবং সংশ্লিষ্ট হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের পূর্ণতা সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে)। এ কথা অনস্বীকার্য যে, এই দু'টি শক্তিজোটের পারস্পরিক মত-বিরোধের ফলে বিশ্বব্যাপী পরমাণু মহাযুদ্ধের মাধ্যমে মানবীয় সভ্যতা সমূলে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাওয়ার পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। এই শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা হ'তে পরিত্রাণের উদ্দেশ্য আল্লাহতায়ালা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন : "ওমা কুন্না মুয়াযযে বি না হাত্তা নাবআসা রাসূলা' অর্থাৎ কোন সাবধানকারী রাসূল প্রেরণ না করে আমরা আযাব (ঐশী শাস্তি) পাঠাই না (সূরা বনি ইস্রাঈল : ১৬ আয়াত) এই ঐশী-নীতি অনুযায়ী প্রতিশ্রুত যুগ-সংস্কারক তথা ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদকে (আঃ) আল্লাহতায়ালা প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁকে জানিয়েছেন : "দুনিয়ামে এক নযীর আয়া, পর দুনিয়ানে উসে কবুল না কিয়া, লেকীন খোদা উসে কবুল করেগা আওর বড়ে জোর আওর হামলোঁ ছে উসকী সাচ্চায়ী যাহের কার দেগা।" অর্থঃ—"পৃথিবীতে একজন সতর্ককারী এসেছে, পৃথিবী তাঁকে গ্রহণ করে নাই, কিন্তু খোদা তাঁকে গ্রহণ করবেন এবং মহশক্তিশালী আক্রমণসমূহ দ্বারা তাঁর সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করবেন।" (আল-অসিয়ত : পৃ—৪)

(ঙ) মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর জন্য আদিকাল হ'তে অবধারিত ছিল যে, তিনি রুদ্ররূপে প্রকাশিত হবেন এবং তাঁর দৃষ্টি এবং তাঁর নিঃশ্বাস যতদূর পর্যন্ত কার্য করবে ততদূর পর্যন্ত অবিশ্বাসী মানুষ মরে যাবে। এরূপ কথার অর্থ এই যে, একদিকে মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর যুগে তাঁর আধ্যাত্মিক দৃষ্টি তরবারির কাজ করবে, অন্যদিকে আকাশ হ'তে ধ্বংসকারী নিদর্শন রূপে প্লেগ, মহামারী ইত্যাদি প্রকাশিত হবে, একটার পর একটা যুদ্ধ ও মহাযুদ্ধের অভিশাপ মানুষের উপর নিপতিত হবে। প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের আহ্বানে যথার্থভাবে সাড়া না দেওয়ার জন্যই বিভিন্ন ধরণের আযাব এবং ভয়াবহ যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছে। শান্তি ও কল্যাণের প্রতীক মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এবং তাঁরই একনিষ্ঠ অনুসারী ও

প্রতিনিধি হিসেবে এবং 'শান্তির শাহজাদা' রূপে বর্তমান যুগে আগমণ করেছেন ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আঃ)। তিনি মানবজাতিকে রক্ষাকল্পে যে আধ্যাত্মিক ব্যবস্থা এবং ঐশী-মনোনীত কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন তার মাধ্যমেই সকল পর্যায়ে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হ'তে পারে। অন্য কোন সংগঠন বা শক্তির দ্বারা বিশ্বময় সেই কল্যাণ, শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার কোন ঐশী প্রতিশ্রুতির কথা কোন ধর্ম পুস্তকে উল্লেখ করা হয় নাই। প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী (আঃ) এবং তাঁর জামাতের দ্বারা পর্যায়ক্রমে শান্তিপূর্ণ পদক্ষেপ সমূহ সাফল্যজনকভাবে বাস্তবায়িত হ'য়ে চলেছে।

প্রসংগত স্মর্তব্য যে, ঐশী ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ইয়াজুজ ও মাজুজের মধ্যে তীব্র যুদ্ধ সংঘটিত হওয়াও অবধারিত। হাদীসে বলা হয়েছে: "সমগ্র পৃথিবীতে সর্বত্র ইয়াজুজ ও মাজুজের মৃতদেহ ও দুর্গন্ধে ভরে যাবে, তখন আল্লাহর নবী মসীহ মাওউদ (আঃ) এবং সংগীগণ দোওয়া করবে তখন আল্লাহ্‌তায়ালা কতকগুলি পাখী পাঠাবেন যেগুলোর গ্রীবা হবে উটের ন্যায় লম্বা এবং সেই সকল পাখী মৃতদেত গুলোকে আল্লাহর আদেশে যথাস্থানে ফেলে আসবে; অতঃপর আল্লাহতায়ালা বৃষ্টি বর্ষাইবেন, যার ফলে সকল গৃহ, তাঁবু এবং সমগ্র পৃথিবী বিধৌত হ'য়ে যাবে এবং দর্পনের ন্যায় পরিষ্কার হয়ে যাবে, অতঃপর যমীনকে সুজলা-সুফলা ও বরকতময় হওয়ার জন্য আদেশ দেওয়া হবে ... ...পরিণামে সুখ ও সাচ্ছন্দের মধ্যে মানুষ কাল-যাপন করতে থাকবে।" (মুসলিম ও আবু দাউদ)।

এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী একথা সুস্পষ্ট যে, ইয়াজুজ ও মাজুজের মধ্যে অনুষ্ঠিত মহাযুদ্ধের পর প্রতিশ্রুত মসীহের প্রতিষ্ঠিত জামাতের সম্মিলিত দোওয়া এবং সৎপ্রচেষ্টা সমূহের মাধ্যমে পৃথিবীতে ইসলামের প্রতিশ্রুত মহাবিজয় এবং প্রতিশ্রুত শান্তি ও কল্যাণময় যুগের সূচনা হবে। তাই আজ এক দিকে যেমন ধ্বংসকারী শক্তিগুলো আত্মবিধ্বংসী পথে অগ্রসরমান, অন্যদিকে আহমদীয়া জামাতের মাধ্যমে ভবিষ্যতের শান্তিময় অবকাঠামো তৈরীর সুবিশাল কার্যসূচীও পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হ'য়ে চলেছে। আজ মানব-জাতির সম্মুখে দু'টি পথ খোলা র'য়েছে: একটি হ'লো "শুধু বস্তুবাদী" ইয়াজুজ ও মাজুজের আত্ম-বিধ্বংসী পথ এবং অন্যটি হলো ঐশী-মনোনীত সতর্ককারী যুগ-সংস্কারক ইমাম মাহদী (আঃ) এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত আন্দোলনের যুক্তি-জ্ঞান ও ঐশী-নিদর্শনপূর্ণ সত্যিকার শান্তি লাভের পথ। এ দুইটি পথের মধ্যে একটিকে পছন্দ করার দায়িত্বে ন্যস্ত র'য়েছে প্রত্যেকের উপর (The Chooser is answerable and God is justified)।

একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, সত্যিকার আধ্যাত্মিক আদর্শহীন এবং শুধু বস্তুবাদী জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সাধনা পার্থিব ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি ও অগ্রগতির পথ সৃষ্টি করা সত্ত্বেও দুর্নিবার আত্মবিধ্বংসী সুড়ঙ্গ-পথও সৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে ইতিমধ্যে সংঘটিত প্রথম মহাযুদ্ধ (১৯১৪-১৮) এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫) এবং মানবজাতির ভাগ্যাকাশে দোদুল্যমান তৃতীয় মহাযুদ্ধের সুদূর-প্রসারী ক্ষয়-ক্ষতি সম্বলিত ধ্বংসযজ্ঞের সম্ভাবনা

চেতনাশীল এবং শান্তিকামী সকল মানুষকে একটি কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন করেছে এবং তা হ'লো :---(১) বর্তমান সভ্যতার বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি এবং ভবিষ্যত সম্ভাবনা মানব-জাতিকে এমন এক যুগসন্ধিক্ষণে নিয়ে এসেছে, যার অপব্যবহারের ফলশ্রুতিতে সমগ্র মানব গোষ্ঠী কি এক মহাধ্বংসের ইন্ধনে পরিণত হ'তে চলেছে? অথবা (২) এই মহাবিধ্বংসী শক্তিকে গঠনমূলক এবং শান্তিপূর্ণ পথে নিয়োজিত ক'রে এই পৃথিবীতে প্রতিশ্রুত স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নয় কি?

আজ একথা অত্যন্ত দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, কতিপয় বৃহৎ-শক্তির অধিকারী রাষ্ট্র বিশ্ব-রাজনীতির ক্ষেত্রে মুরুব্বীয়ানা ক'রছে এবং এই মুরুব্বীয়ানা'র মূলে রয়েছে অ্যাটম বোমা, হাইড্রোজেন বোমা এবং নিউট্রোন বোমার সংখ্যাধিক্য এবং শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি। 'লীগ অব ন্যাশানস্' এবং ইউ-এন-ও তথা জাতিসংঘ নয়, বরং পরমাণু শক্তির শ্রেষ্ঠত্বই হলো চূড়ান্ত বিশ্লেষণে বিশ্বরাজনীতির আসল দিক-দর্শনযন্ত্র। ফলতঃ বর্তমান বিশ্ব সভ্যতা আত্ম-বিধ্বংসী কার্যকারণের জটাজালে এবং মারাত্মক প্রতিযোগীতার হীন-চক্রজালে (Vicious circle) ডিগবাজী খাচ্ছে, পরিত্রাণের কোন পথ পাচ্ছে না। কিন্তু পবিত্র কুরআনের শিক্ষার আলোকে আহমদীয়া জামাত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলির সঠিক প্রয়োগ এবং সদ্ব্যবহারকে নিশ্চিত করার জন্য, মানুষের মৌলিক মানবাধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং সেই সঙ্গে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শকে বিশ্বব্যাপী সম্প্রচারিত এবং পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে ঐশী-নির্দেশিত পথে বাস্তব কর্মসূচী গ্রহণ ক'রে চলেছে। হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) ঘোষণা করেছেন :

"হে ইউরোপ, তুমিও নিরাপদ নহ। হে এশিয়া, তুমিও নিরাপদ নহ! হে দ্বীপবাসী-গণ, কোন কল্পিত খোদা তোমাদিগকে সাহায্য করবে না। আমি শহরগুলিকে ধ্বংস হইতে দেখিতেছি এবং জনপদগুলিকে জন-মানবশূন্য দেখিতে পাইতেছি। সেই অদ্বিতীয় খোদা দীর্ঘদীন যাবৎ নীরব ছিলেন। তাঁহার সম্মুখে বহু অন্যায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদিন তিনি নীরবে সব সহ্য করিয়াছেন। কিন্তু এবার তিনি রুদ্র মূর্ত্তিতে তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করিবেন।" হকীকাতুল ওহী)।

একথা অনস্বীকার্য যে, যদি আমরা সকলে অতি দ্রুত নিজেদের জীবনযাত্রাকে সংশোধিত না করি, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইসলাম-নির্দেশিত পদ্ধতিতে জাতিসংঘকে পরিচালিত না করি, ঐশী-নির্দেশিত পরিকল্পনার অধীনে একতাবদ্ধ না হ'তে পারি এবং আধুনিক প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানকে পবিত্র কুরআনের শিক্ষাধীনে ব্যবহার না করি, তাহ'লে আমরা পসন্দ করি আর না করি, সত্যিকার শান্তি সুদূর পরাহত থাকবেই এবং অদূর ভবিষ্যতে ইয়াজুজ ও মাজুজের আর একটি রক্তক্ষয় মহাসমরের উন্মাদনা অট্টহাসিতে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলবে এই মোহাচ্ছন্ন সভ্যতাকে। সুতরাং কাল বিলম্ব না ক'রে বৃহত্তর মানব-কল্যাণের স্বার্থে বর্তমান যুগের ঐশী প্রতিশ্রুত আন্দোলনের মাধ্যমে চিন্তাশীল এবং বিচক্ষণ সুধী সমাজকে এ সম্বন্ধে অগ্রণী ভূমিকা পালন করার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। (ক্রমশঃ)

—মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

সুলতানুল কলম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর গ্রন্থ-পরিচিতি

"অসীম কর্ম আমি মসীতেই সাধিয়াছি।" —'দুররে সামীন'

[সাম্প্রতিক কালে বিশেষ একটি মহল কতিপয় পত্রিকায় আখেরী জামানার প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর রচিত গ্রন্থাবলী থেকে 'কাট-ছাঁট' করে উদ্ধৃতি দিয়ে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে।

অতএব, আমরা সভ্য-জগতের হাতিয়ার 'কলম' হস্তে প্রেরিত সুলতানুল কলম হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) রচিত গ্রন্থাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পাঠকগণের জ্ঞাতার্থে পেশ করছি। আশা করি, পাঠকবর্গ এই পরিচিতি পাঠে লিখনি-সম্রাটের 'ক্ষুরধার লিখনি' ইসলামের পুনঃ প্রতিষ্ঠায় কতখানি কার্যকরী অবদান রেখেছে তাহা হৃদয়ঙ্গমে সক্ষম হবেন।]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—১৮)

(৩৫) হুজ্জাতুল্লাহ (আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে গভীর প্রত্যয়-মূলক প্রমাণ)

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে আরবী ভাষায় লিখিত হযরত আহমদ (আঃ) প্রণীত এই গ্রন্থটি আত্ম-প্রকাশ করে। এই গ্রন্থে তিনি তাঁর লিখিত কতিপয় আরবী গ্রন্থের উদ্ধৃতি প্রদান ক'রে উহাদের মানগত উচ্চাঙ্গীণ মর্যাদা জনসমক্ষে তুলে ধরেন। এই গ্রন্থগুলির এতটা উচ্চাঙ্গীণ মান থাকলেও বাটালার শেখ (অর্থাৎ মৌলভী মোহাম্মদ হোসাইন বাটালবী) জনগণের দৃষ্টি অন্যত্র নিবদ্ধ রাখার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নিয়োজিত করে। হযরত আহমদ (আঃ) তাঁর গৃহীত ২/১টি পদক্ষেপের বিবরণ পেশ করে মন্তব্য করেন যে, এ সকল হীন কৌশল দ্বারা সে কি তার নিজ—অবস্থানকে টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হবে? অথবা ধর্ম বিশারদের—পাণ্ডিত্যের দাবী বজায় রাখতে অথবা উহা প্রমাণে সমর্থ হবে?

যদি সত্যিই সে অর্থাৎ মৌলবী বাটালভী নিজ পাণ্ডিত্য প্রতিপন্ন করতে প্রয়াসী হয়, তবে তিনি অর্থাৎ হযরত আহমদ (আঃ) একটি বিজ্ঞজনোচিত পন্থা নির্দেশ করেন। উক্ত পদ্ধতি অনুযায়ী হযরত আহমদ (আঃ) জানান যে—কোন আরবীয় পণ্ডিতের লিখনীর সাথে তিনি নিজ লিখাকে সংমিশ্রিত করে প্রকাশ করবেন এবং মৌলভী বাটালবী সাহেব উক্ত লিখনী থেকে দু'জনের লিখা সনাক্ত করে পৃথক ক'রে দেখাবেন। মৌলভী সাহেব উক্ত কার্য সম্পাদনে সক্ষম হলে হযরত আহমদ (আঃ) ৫০ রুপী পুরস্কারেরও ঘোষণা দান করেন। অতঃপর তিনি আরবী ভাষায় ছন্দময় গদ্য ও পদ্য রচনা করে মৌলভী আব্দুল হক গযনবী ও তার শিষ্যদেরকে সমমানের রচনাশৈলী প্রকাশের আহ্বান জানান। উপরোক্ত ছন্দময় গদ্য-পদ্য ১৭ই মার্চ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তিনি লিখতে শুরু করেন এবং বিজ্ঞাপনাকারে ঘোষণা প্রদান ক'রে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করেন ; তিনি যে সময়-সীমায় লিখা শেষ করবেন প্রতিযোগীদেরও উক্ত সময়কালের মধ্যে লিখা সম্পন্ন ক'রতে আহ্বান জানান। (ক্রমশঃ)

[Introducing the books of the Promised Messiah (P) অবলম্বনে লিখিত]

—মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ

অভিষেকের সাজ

তোমাদের মাথার 'পরে শাণিত তরবারি
যুলুম-নির্যাতন আর হত্যার পরোয়ানা,
নব্য ফিরআউন আর তাদের দোসর যারা
তাদের দৃষ্টিতে তোমরা শক্তিহীন অসহায়,
তোমরা তো খোদার সেই আশেক দেওয়ানা
দুনিয়াকে তুচ্ছ ক'রে হ'য়েছ অনন্য উজ্জ্বল,
তোমাদের ধ্বংস! এ যে খোদার অস্তিত্বের প্রশ্ন!!
যুগ-খলীফার তাই শুন আহ্বান—
"হামিদুর রহমান" হ'য়ে যাও সবে',
রহমান খোদার খাঁটি প্রশংসাকারী
যেন কেহ নাহি হয়; এ জগতে তোমাদের ছাড়া,
অতঃপর এ' বিশ্বাস করা তো মহাপাপ
খোদার একমাত্র প্রশংসাকারীদের যারা ধ্বংস করতে চায়
তারাই রয়ে যাবে বহাল তবিয়তে
আর ধ্বংস হয়ে যাবে একমাত্র প্রশংসাকারী যারা?!
এযে অবিশ্বাস্য, খোদার গয়রত ও সুন্নতের খেলাফ,
বিজয় তোমাদের জন্য নির্ধারিত, হে আশেকের দল!
যারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে তাদের অপকীর্তির পাকা দলিল
সুস্পষ্ট অক্ষরে লিখিত হওয়াতো চাই
যেন কেহ অস্বীকার করতে না পারে অবশেষে—
'আমরাতো নমরুদ, ফিরআউন বা আবরাহা ছিলাম না!'
খোদার একনিষ্ঠ প্রেমিক যাঁরা এ'যুগে
রাসূলের সুন্নতের তরে হ'য়ে যায় কুরবান
তাঁরা কি পৃথক হবে না জাহিলদের থেকে?
তা'হলে যখন আসবে ডাক বিজয় অভিষেকের
তখন কে যাবে মঞ্চে, জয়মাল্য পড়াবে কার গলে?
ঐশী এক নির্বাচন চলছে আরশে খোদার
তোমরা তাই সাজ অভিষেকের সাজে
যুলুম-নির্যাতন আর শাহাদাতই সেই স্বর্গীয় সাজ!
(ধর্মের জন্য কুরবানীর ময়দানে যাঁরা দণ্ডায়মান)

—মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান

যেহানাং ও সেহেতে জিসমানী—স্মৃতি স্বাস্থ্য

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৪)

কটিদেশের ব্যায়াম ঃ—এর অন্য নাম সুপ্‌ত বজ্রাসন (৬)

উরুদেশের কন্‌কনানি যন্ত্রণা ও কোমরের লাম্বাগো বাত-ব্যাথা নিরাময় করার এটা একটা অব্যর্থ ব্যায়াম। ব্যায়ামটিতে কোষ্ঠ কাঠিন্য হ'তে দেয় না। এই ব্যায়ামটি অনুশীলন ক'রতে বেশ আরামপ্রদ। যাঁরা পায়ের সায়েটিকা বাতের যন্ত্রণা ও কোমরে ব্যাথায় কষ্ট পাচ্ছেন, তাঁরা এ ব্যায়ামটি নিয়মিত অনুশীলন করতে থাকুন। অল্প দিনের মধ্যে এই সব জাত রোগ সেরে যাবে। ইনশাআল্লাহ। ইহা পরীক্ষিত সত্য। এই সুখপ্রদ ব্যায়ামটি করতে হবে ঃ এভাবে—

প্রথমে পায়ের উভয় হাঁটু ভেঙ্গে, পাতার ওপর পাছা রেখে বিছানায় শুয়ে পড়ুন। বাহু দুটি মাথার পিছনে নিয়ে গিয়ে, হাতের উপর হাত রেখে, শিথিল করে ফেলে রাখুন। ঐ অবস্থায়—১৫ সেকেণ্ড থাকুন। তারপর সঞ্জীবনীতে যান—১০ সেকেণ্ড। যাঁরা উল্লিখিত রোগে ভুগছেন, তাঁরা—৮ ঘণ্টা অন্তর প্রতি দফায়—৪ বার করে অনুশীলন করবেন। সুস্থ দেহদারী দৈনিক একবার প্রতি দফায়—৩ বার করে অনুশীলন করতে থাকলে সারা জীবন এই রোগ হয় না।

প্রিয় পাঠক, রোগমুক্ত সবলদেহ, দুশ্চিন্তাহীন সতেজ মন, দীর্ঘ জীবন ও পবিত্র আত্মার অধিকারী হ'তে হ'লে, আমাদের সবাইকেই তিনটি উপায় অবলম্বন করতে হবে। হ্যাঁ, তিনটি পদ্ধতি। সেই তিনটি পদ্ধতির প্রথমটি হ'ল ঃ সুষম খাদ্য গ্রহণ। দ্বিতীয়টি—দেহ ও আত্মাকে রোগমুক্তকরণ। আর তৃতীয়টি—পূর্ণাঙ্গ ব্যায়াম অনুশীলন। এই তিনটি পদ্ধতি একে অন্যটির পরিপূরক এবং সাহায্যকারী। তাই প্রত্যেকটি মানুষের জন্য ইহা অপরিহার্য্য। বাঁচার প্রথম পদ্ধতি ঃ—

সুষম খাদ্য গ্রহণ

সুষম খাদ্য বলতে—যে খাদ্য খেলে আপনার দেহটির উন্নতি হবে সে খাদ্যই খেতে হবে—তা-সে যত কম দামেরই হোক না কেন। আর যে খাদ্য খেলে আপনার দেহটির ক্ষতি হবে—সে খাদ্য যত বেশী দামেরই হোক না কেন, তা বাদ দিতে হবে। অনেকেরই এই ধারণা যে, বেশী দামের খাদ্যে, খাদ্যপ্রাণ অধিক আছে; এ ধারণা ভুল। বরং কম দামের খাদ্যের মধ্যেও খাদ্য-প্রাণ বেশী র'য়েছে। প্রতিদিনই মাছ-মাংস খেতে নেই; তাতে স্বভাব হিংস্র পরায়ণ ও ক্রোধী হয়। আবার মাছ মাংস একেবারেই বাদ দিলে মানুষ কাপুরুষে পরিণত হয়। কু-স্বভাবী পশু-পক্ষীর মাংসই নয়, কু-স্বভাবী গজাল ও বোয়াল প্রভৃতি মাছ খেলেও মানুষ কু-স্বভাবের শিকার হয়। সীমাহীন আশা-আকাঙ্খা পরিপুরণের নিমিত্ত মানবদেহ সৃষ্টি করা হয়েছে অসংখ্য সূক্ষ্ম যন্ত্র দিয়ে। এবং সেই যন্ত্রগুলোকে সচল রাখার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে অসংখ্য রকমের খাদ্য সামগ্রী। সব রকমের খাদ্য সকল দেহের জন্য উপযোগী নয়। সেজন্য নিজ নিজ দেহের উপযোগী খাদ্য বাঁছাই করে খেতে হবে—স্বাস্থ্যকে সুস্থ, সবল ও সু-স্বভাবী হওয়ার জন্য। কোন সময় পেট ভরে খাওয়া উচিত নয়। তাতে হজমের ব্যাঘাত ঘটায় এবং পেটে বায়ু সঞ্চয় হয়। সেই বায়ু পেট ব্যাথার ও নানাবিধ রোগের সৃষ্টি করে। স্বাস্থ্যকে সুস্থ রাখার জন্য রুটি ও ভাত কম এবং তরিকারী, শাক-সব্জি ও ফল-মূল পরিমাণ মত খেতে হবে। ক্ষুধা পেলেই খেতে হবে। খাবারের অভাবে ধীরগতিতে প্রশ্বাস টানতে হবে কিছু সময়ের জন্য; তারপর পর্যাপ্ত পানি পান করলে কোন রোগের সৃষ্টি হবে না। (ক্রমশঃ)

—শেখ আহমদ গুণী

সংবাদ ঃ

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৬৪তম সালানা জলসা সাফল্যজনক ভাবে অনুষ্ঠিত

আল্লাহতায়ালার অসীম অনুগ্রহে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৬৪তম সালানা জলসা ৪, বকশী বাজার রোড, দারুত তবলীগস্থ প্রাঙ্গণে অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে বিগত ১১, ১২ ও ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭ইং (রোজ বুধবার, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার) তারিখে সুসম্পন্ন হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। এই বৎসর রাবওয়া থেকে হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)-এর প্রেরিত ওফদ এই সালানা জলসায় অংশ গ্রহণের জন্য ঢাকায় তশরীফ আনেন। এই ওফদে ছিলেন মোহতারম হাফেয মোজাফ্ফর আহমদ সাহেব ও এডভোকেট মোহতরম মালিক মাহমুদ মজিদ সাহেব।

১১ই ফেব্রুয়ারী/'৮৭ইং যোহর ও আছর নামায পড়ার পর বিকাল ২-৩০ মিঃ থেকে জলসার কাজ শুরু হয়। শুরুতেই কুরআন তেলাওয়াত করেন হাফেয আবুল খায়ের ও নযম পাঠ করেন জনাব এস, এম, হাবিবুল্লাহ। এই অধিবেশনে ঢাকা শহর সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা ও জামাত থেকে প্রায় দুই সহস্রাধিক সদস্য অংশ গ্রহণ করেন। কতিপয় হিন্দুসহ প্রায় ৩শত জেরে তবলীগ গয়ের আহমদী ভ্রাতৃবৃন্দ এই জলসায় আসেন ও তিনদিন দারুত তবলীগে অবস্থান করেন। আমাদের প্রিয় ইমাম হযরত আমীরুল মোমেনীন হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) এ মহান আধ্যাত্মিক জলসায় মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের নামে যে পয়গাম পাঠান তা পাঠ করে শুনান খাকসার (এ, কে রেজাউল করীম) অতঃপর মোহতারম মৌলবী মোহাম্মদ সাহেব (ন্যাশনাল আমীর) উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন। তিনি নিজেই ভাষণ শুরু করেন এবং পরে তাঁর শারিরীক দুর্বলতার জন্য অবশিষ্ট লিখিত ভাষণটি পাঠ করে শুনান মৌঃ নজির আহমদ ভূঁইয়া সাহেব। অতঃপর মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেব ইজতেমায়ী দোওয়া করান। অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন জলসা কমিটির চেয়ারম্যান জনাব ভিজির আলী সাহেব। এই অধিবেশনটিতে পবিত্র কুরআনের শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে বক্তৃতা করেন মরকয থেকে আগত মোয়াজ্জেয মেহমান হাফেয মোজাফ্ফর আহমদ সাহেব, সীরাতুন্নবী (সাঃ) (পারিবারিক জীবনের আলোকে) সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করেন জনাব ওবায়দুর রহমান ভূঁইয়া সাহেব, হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর পবিত্র জীবন সম্পর্কে বক্তৃতা করেন অধ্যক্ষ মোসলেহ উদ্দিন খাদেম সাহেব। এই অধিবেশনে ইসলামী খেলাফতের গুরুত্ব সম্পর্কে সর্বশেষ বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম জামাতের আমীর জনাব গোলাম আহমদ খান সাহেব। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেব। অনুষ্ঠান ঘোষণায় ছিলেন জনাব এ, টি, এম, হক সাহেব। এই বৎসর হযরত মসীহ মওউদ

(আঃ)-এর বিভিন্ন কালামের অংশ বিশেষ কাপড়ে ছেপে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। জামাতে আহমদীয়ার পরিচিতি, কার্যক্রম; ইত্যাদির প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয় ষ্টেজের পার্শ্বে।

দ্বিতীয় অধিবেশন

১২ই ফেব্রুয়ারী/৮৭ রোজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০-ঘটিকায় মোহতারম মোহাম্মদ খলিলুর রহমান সাহেব, আমীর ঢাকা আঞ্জুমানে আহমদীয়া-এর সভপতিত্বে জলসার দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয় এবং ১২-৩০ মিঃ পর্যন্ত চলে। এই অধিবেশনে কুরআন করীম তেলাওয়াত করেন মৌলানা আবদুল আযীয সাদেক সাহেব ও নযম পেশ করেন এস, এম, বরকত উল্লাহ সাহেব। অতঃপর দাওয়াত ইলাল্লাহ ও আহমদীয়া জামাত, নামায ও দোওয়ার গুরুত্ব, মালী কুরবানী ও আহমদীয়া জামাত, সাদাকাতে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) (তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার আলোকে) - এই চারটি বিষয়ের উপর বক্তৃতা করেন যথাক্রমে মোহতারম হাফেয মোজাফফর আহমদ সাহেব, আলহাজ্ব ডাঃ আবদুস সামাদ খান চৌধুরী, জনাব মোঃ মুতিউর রহমান সাহেব ও মৌলানা সৈয়দ এজায আহমদ সাহেব। এই অধিবেশনের অনুষ্ঠান ঘোষণায় ছিলেন জনাব অধ্যাপক রাজিব উদ্দিন সাহেব।

নাইজেরিয়া JOS বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক ডক্টর আহমদ খালিদ সাহেবও এই অধিবেশনে নাইজেরিয়াতে আহমদীয়া জামাতের কর্মতৎপরতার উপর পনর মিনিট বক্তৃতা প্রদান করেন।

তৃতীয় অধিবেশন

বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহর নাযেমে আলা জনাব ডাঃ আবদুস সামাদ খান চৌধুরী সাহেবের সভাপতিত্বে জলসার তৃতীয় অধিবেশন বিকাল ২-৩০ মিঃ হইতে শুরু হয় এবং সন্ধ্যা ছয়টায় শেষ হয়। এই অধিবেশনে কুরআন করীম হইতে তেলাওয়াত করেন জনাব কাওসার আহমদ সাহেব এবং নযম পাঠ করেন জনাব নুরুল হক সাহেব। দাজ্জাল ও ইয়াজুজ মাজুজের ফেৎনা হইতে উদ্ধারের উপায়, কলেমা তৈয়্যেবা ও আহমদীয়া জামাত, ইসলাম ও মানবাধিকার, হযরত ঈসা (আঃ)-এর ওফাতের প্রমাণ এবং পুণরাগমনের তাৎপর্য, এবং মুহাম্মাদী (সাঃ) নবুয়তের চিরস্থায়ী কল্যাণ এই পাঁচটি বিষয়ের উপর জ্ঞান-গর্ভ বক্তৃতা করেন যথাক্রমে মৌলানা আবদুল আযীয সাদেক, মোহতারম মালিক মাহমুদ মজিদ এ্যাডভোকেট, জনাব এ, কে, রেজাউল করীম ও জনাব মাযহারুল হক সাহেব। এই অধিবেশনে ঘোষক ছিলেন জনাব নজির আহমদ ভূঁইয়া সাহেব।

৪র্থ অধিবেশন

১৩ই ফেব্রুয়ারী/৮৭ ইং রোজ শুক্রবার সকাল দশ ঘটিকায় রাজশাহী জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব বি, এ, এম, এ, সাত্তার সাহেবের সভাপতিত্বে জলসার অধিবেশন শুরু হয়। এই অধিবেশনে কুরআন করীম হইতে তেলাওয়াত করেন মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব, নযম পেশ করেন জনাব মাযহারুল হক সাহেব। অতঃপর আল্লাহতায়ালার অস্তিত্ব, ধর্মের ইতিহাসে চরম বিরোধিতায় মোমেনদের ইস্তেকামাত ও ঐশী সাহায্যের নিদর্শনাবলী, হযরত

ইমাম মাহদী (আঃ)-এর রচনাবলীর বৈশিষ্ট্য এবং অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান এই চারিটি বিষয়ের উপর বক্তৃতা করেন যথাক্রমে, জনাব নজির আহমদ ভূঁইয়া, মোহতারম মালিক মাহমুদ মজিদ, এ্যাডভোকেট, মৌলানা ফারুক আহমদ সাহেব, ও জনাব বি, এ, এম, এ, সাত্তার সাহেব। এই অধিবেশনে অনুষ্ঠান ঘোষণায় ছিলেন জনাব আবদুল হাদী সাহেব (ন্যাশনাল কায়েদ, বাঃ মঃ খোঃ আঃ)

সমাপ্‌তি অধিবেশন

১৩ই ফেব্রুয়ারী/৮৭ বিকাল ২-৩০ মিনিটে জলসার ৫ম ও সমাপ্তি অধিবেশন মেজর জেনারেল (অবঃ) আমজাদ খান চৌধুরী সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে ইসলাম ও পরমত সহিষ্ণুতা, আখেরী যামানার প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের দাবীর সত্যতা (বিভিন্ন ধর্মের ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে), আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধে উত্থাপিত কতিপয় আপত্তি খণ্ডন, ইসলামের বিশ্ব বিজয়ে জামাতে আহমদীয়ার খেদমত এই পাঁচটি বিষয়ের উপর সারগর্ভ তত্ত্বপূর্ণ বক্তৃতা করেন যথাক্রমে মোহতারম অধ্যাপক আমীর হোসেন সাহেব, জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান সাহেব, আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব, মোহতারম হাফেয মোজাফফর আহমদ সাহেব। অনুষ্ঠান ঘোষণায় ছিলেন জনাব এ, কে, রেজাউল করীম সাহেব।

অতঃপর অধিবেশনের শেষ পর্যায়ে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ন্যাশনাল আমীর মৌলবী মোহাম্মদ সাহেব এক সংক্ষিপ্ত সমাপ্তি ভাষণে বাংলাদেশের সকল আহমদী ভাইকে দায়ী ইলাল্লাহ হওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানান। তিনি তাঁর ভাষণে পাকিস্তানে নির্যাতিত নিপীড়িত আহমদী ভাইদের ইস্তেকামাত ও শীঘ্র নির্যাতন হইতে মুক্তি লাভের জন্য বিশেষ দোওয়া জারী রাখার জন্যও আহ্বান জানান। তিনি আমাদের প্রিয় ইমাম হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)-এর দীর্ঘ জীবন, তাঁহার নিরাপত্তা, ও তাঁহার হাতে ইসলামের বিজয়কে ত্বরান্বিত করার জন্যও আহবাবে জামাতকে দোওয়া করতে অনুরোধ জানান।

অতঃপর, খাকসার জলসা কমিটির সেক্রেটারী হিসাবে জলসায় আগত মেহমানদের খেদমতে অনেক অসুবিধা থাকা সত্বেও তারা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর মেহমান-হিসাবে সকল বিষয়ে ধৈর্য ও শৃংখলার পরিচয় দিয়ে জলসাকে সাফল্য মণ্ডিত করেছেন তার জন্য ভাইদের খেদমতে শোকরিয়া জ্ঞাপন করি। আগামী দিনে যেন আমরা অসুবিধাগুলি কাটিয়ে উঠতে পারি, যারা যে উদ্দেশ্যে জলসায় আগত ভাইদের খেদমতে দোওয়ার দরখাস্ত করেছেন তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ার জন্যও এন্তেজামিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট ভাইদের খেদমত যেন আল্লাহতায়ালা কবুল করেন, সেইজন্যও দোওয়ার তাহরিক করি।

অতঃপর ইজতেমায়ী দোওয়ার মাধ্যমে জলসার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। রেডিও বাংলাদেশ ও টেলিভিশন হ'তে এবারকার জলসার সংবাদ প্রচার করা হয়। ইহা ছাড়া দৈনিক খবর, দৈনিক আজাদ ইত্যাদি পত্রিকায়ও জলসার খবর প্রকাশিত হয়।

জলসার দিনগুলিতে প্রত্যহ মসজিদে বাজামাত তাহাজ্জুদ নামায ও বাদ মাগরিব প্রশ্নোত্তর সংক্রান্ত এজলাস অনুষ্ঠিত হয়। তা'ছাড়া বৃহস্পতিবার (১২/২/৮৭) সকাল ৮-০০ টা থেকে ৯-০০ ঘটিকা পর্যন্ত বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার 'কায়েদ সম্মেলন' ও সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহর বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। মরকযী বুজুর্গান এই এজলাসগুলিতে বিশেষ হেদায়েত প্রদান করেন। তা'ছাড়া শুক্রবার (১৩/২/৮৭) সকাল ৮-৩০ ঘটিকায় আমীর/প্রেসিডেন্ট/মুরুব্বী/মোয়াল্লেম সাহেবানের এক যৌথ এজলাস অনুষ্ঠিত হয়। এই এজলাসে জামাতের বাজেট প্রণয়ন ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও দাওয়াত ইলাল্লাহ সম্পর্কে মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেব, জনাব ভিজির আলী সাহেব (নায়েব-ই-আমীর-১) জনাব এ, কে, রেজাউল করীম (সেক্রেটারী ফাইন্যান্স), জনাব নজির আহমদ ভূঁইয়া (সেক্রেটারী তা'লীফ ও তসনীফ) ও জনাব মকবুল আহমদ খান (সেক্রেটারী উমুরে আমা) বক্তব্য রাখেন।

এই জলসায় ১৭ জন ভ্রাতা বয়েত গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে ঠাকুরগাঁয়ের একজন হিন্দু ভ্রাতাও ছিলেন। নবদীক্ষিত ভ্রাতাদের ঈমান, ইস্তেকামাত ও আমলের তরক্কীর জন্য বন্ধুগণ দোওয়া করবেন। এই রুহানী জলসায় নিম্নলিখিত বাচ্চাদের আকিকা প্রদান করা হয়।

(১) মঈনুদ্দিন আহমদ, পিতা—জনাব নঈম তফভীজ, চট্টগ্রাম

(২) শরমিন, পিতা—জনাব মাহমুদুল হাসান, চট্টগ্রাম

(৩) সাব্বির রহমান তানিম পিতা—সাইফুর রহমান হিলু, ঢাকা

—এ, কে, রেজাউল করীম

অনুষ্ঠিতব্য জলসা ঃ

ক্রোড়া (ব্রাহ্মণবাড়ীয়া) ঃ আগামী ৫ই ও ৬ই মার্চ, '৮৭ ইং মোতাবেক রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার ক্রোড়া আঃ আঃ-এর ৫২তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হবে ; ইনশাআল্লাহ।

২। তারুয়া (ব্রাহ্মণবাড়ীয়া) ঃ আগামী ১৩ই ও ১৪ই মার্চ রোজ শুক্রবার ও শনিবার তারুয়া আঃ আঃ-এর ৫২তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হবে ; ইনশাআল্লাহ।

উভয় জলসার কামিয়াবীর জন্য সকলের খেদমতে দোওয়ার আবেদন জানানো যাচ্ছে।

কেন্দ্রীয় বুজুর্গানদের জামাত পরিদর্শন

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সালানা জলসা উপলক্ষে রাবওয়া থেকে আগত মোহতারম হাফেয মোজাফ্ফর আহমদ সাহেব, নায়েব সদর, কেন্দ্রীয় মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া ও অধ্যাপক জামেয়া আহমদীয়া এবং মোহতারম মালেক মাহমুদ মজীদ সাহেব এ্যাডভোকেট লাহোর হাইকোর্ট, পাকিস্তান গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী হ'তে ২১শে ফেব্রয়ারী পর্যন্ত ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, ঘাটুরা, চট্টগ্রাম জামাত সফর করেন। কেন্দ্রীয় বুজুর্গানদের সঙ্গে ছিলেন মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব, সদর মুরুব্বী এবং মোহাম্মদ আবদুল হাদী সাহেব, ন্যাশনাল কায়েদ, বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া। ১৭ই ফেব্রুয়ারী ট্রেন যোগে ঢাকা হ'তে সকালে ব্রাহ্মবাড়ীয়া পেঁছিলে স্থানীয় প্রেসিডেন্ট, জিলা কায়েদ সহ খোদ্দাম ও আনসার সাহেবান মেহমানদেরকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। বেলা ১০টায় তাঁরা ঘাটুরা মসজিদ ও গ্যাসফিল্ড দেখতে যান এবং বেলা ১১টায় মৌলভী সলিমুল্লাহ সাহেবকে দেখার জন্য হাসপাতালে যান। বেলা ১১-৩০ মিনিটে মরহুম মাওলানা সৈয়দ আবদুল ওয়াহেদ সাহেবের মাযার যিয়ারত করে ইজতেমায়ী দোয়া করেন। ঐদিন বিকাল ৪টায় আহমদী পাড়া মসজিদ মোবারকে এক সাধারণ সভায় যোগদান করেন. সভায় মোহতারম মালেক মাহমুদ মজীদ সাহেব পাকিস্তানের ঈমান উদ্দীপক ঘটনাগুলি বর্ণনা করেন এবং হাফেয মোজাফফর আহমদ সাহেব দায়ী ইলাল্লাহর কাজে আত্মনিয়োগ করার জন্য উপস্থিত সকলকে আহ্বান জানান। সভায় শতাধিক আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নী উপস্থিত ছিলেন। বাদ মাগরেব প্রশ্ন-উত্তর আলোচনা ও মজলিসে আমেলার সভা করেন।

১৮ই ফেব্রুয়ারী সকাল ৮টায় চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মবাড়ীয়া থেকে রওয়ানা হন। দুপুর ১টায় চট্টগ্রাম পেঁছিলে স্থানীয় জামাতের সেক্রেটারী ও বিভাগীয় কায়েদ সাহেব মেহমানদের সাদর অভ্যর্থনা জানান। বাদ মাগরেব চট্টগ্রাম মসজিদে প্রশ্ন-উত্তর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯ তারিখ বাদ মাগরিব জামাতের এক সাধারণ সভায় মিলিত হ'য়ে জামাতের তালিম ও তরবিয়তী বিষয়ে আলোচনা করেন। পরের দিন শুক্রবার জুমুআর খুৎবা দেন মোহতারম হাফেয সাহেব। বাদ জুমুআ তাঁরা মুসলেহ মাওউদ দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় যোগদান করেন। ঐদিন বাদ মাগরিব চট্টগ্রাম আঞ্জুমানে আহমদীয়া কর্তৃক আয়োজিত এক মনোজ্ঞ সিরাতুন্নবী (সাঃ) জলসা আঞ্জুমান প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত জলসায় মোহতারম হাফেয মোজাফফর আহমদ সাহেব বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর মহান ব্যবহারিক জীবনাদর্শ বর্ণনা করে এক মর্মস্পর্শী ভাষণ দান করেন এবং সভার শেষ পর্যায়ে উপস্থিত শ্রোতাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দান করেন। রাত ন'টায় জামাতের কর্মকর্তাদের সাথে এক সভা করেন। পরের দিন বিকাল ৩টায় ট্রেন যোগে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। এই সফরের সময় ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চট্টগ্রামের বেশ কয়েকজন ভ্রাতা মেহমান নেওয়াযীর ব্যবস্থা করেন। আল্লাহ্তায়ালা তাঁদের জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমীন। (আহমদী রিপোর্ট)

বিভিন্ন জামাতে যথাযোগ্য মর্যাদায় আরও 'সীরাতুন্নবী' জলসা উদযাপন ঃ

১। **ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ঃ** আল্লাহতায়ালার অশেষ ফজল ও করমে ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণ বাড়ীয়া জামাতের উদ্যোগে ৩০/১/৮৭ইং তারিখে অত্যন্ত সুন্দরভাবে সিরাতুন্নবী জলসা উদযাপিত হয়। জলসায় সভাপতিত্ব করেন ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব মহসিন মিয়া সাহেব। প্রথমে কুরআন তেলাওয়াত করেন জসিমউদ্দিন, বাংলা নযম পাঠ করেন মোঃ আবদুর রহমান, মোয়াল্লেম।

তারপর কেন্দ্র হইতে আগত জনাব মোস্তফা আলী সাহেব, প্রেসিডেন্ট তারুয়া আঃ আঃ, রইছ মিয়া সাহেব, কামাল আহমদ, মোস্তাক আহমদ খন্দকার ও জহির আহমদ হযরত রাসূল করীম (সাঃ)-এর জীবনাদর্শের বিভিন্ন দিক নিয়া আলোচনা করেন। পরিশেষে সভাপতির ভাষণ ও দোওয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শেষ হয় এবং মিষ্টি বিতরণ করা হয়। মাইকেরও সুবন্দোবস্ত ছিল।

২। **তারুয়া ঃ** আল্লাহতায়ালার অশেষ ফজলে, মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের আদেশক্রমে, ৩১/১/৮৭ ইং তারিখে তারুয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার উদ্যোগে বেবুদী হালকায় জনাব আবদুল গফুর সাহেবের বাড়ীতে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে সিরাতুন্নবী জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

সভাপতিত্ব করেন, জনাব সামসুজ্জামান সাহেব, মোয়াল্লেম। কুরআন তেলাওয়াত ও দোওয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শুরু হয়। ঈদে মিলাদুন্নবী নযম পাঠ করেন সোহরাব আহমদ। কেন্দ্র হইতে আগত জনাব নজির আহমদ ভূঁইয়া সাহেব এবং জনাব মোস্তফা আলী সাহেব, যথাক্রমে মানব দরদী রাসূল (সাঃ) ও সিরাতুন্নবীর গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা দান করেন। তাহা ছাড়া সর্বজনাব মৌঃ আহমদ আলী সাহেব, মৌঃ আবদুর রহমান, মোয়াল্লেম, আনু মিয়া খন্দকার সাহেব, ফারুক আহমদ সাহেব, হযরত রাসূল করীম (সাঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করেন। পরিশেষে সভাপতির ভাষণ ও দোওয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শেষ হয়। সভাশেষে মিষ্টি বিতরণ করা হয়। মাইকেরও সুবন্দোবস্ত ছিল।

বাদ বাগরেব জনাব নজির আহমদ ভূঁইয়া সাহেব মালী কুরবানী, (ঢাকা জলসার চাঁদা) দায়ী ইলাল্লাহ ইত্যাদি বিষয়ে জামাতের প্রতি নছিয়ত মুলক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন।

মোঃ আবদুর রহমান মোয়াল্লেম তারুয়া আঃ আঃ

বিভিন্ন জামাতে মুসলেহ মওউদ (রাঃ) দিবস উদযাপিত

কুমিল্লা ঃ

(১) আল্লাহতায়ালার অশেষ ফজলে গত ২০/২/৮৭ ইং রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ কুমিল্লা মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে মুসলেহ মওউদ দিবস পালিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ ইদ্রীস সাহেব। কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সভার কার্যক্রম আরম্ভ হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব ফজলুল হক সাহেব। ইজতেমায়ী দোয়ার পর নযম পাঠ করেন জনাব বশিরুল হক সাহেব। তারপর মুসলেহ মওউদ (রাঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন সর্বজনাব আবুল হোসেন, তানভীরুল হক,

নাসিরুল হক, আবদুস সালাম (কায়েদ কুমিল্লা মজলিস), আবুল কাসেম ভূঞা ডাঃ এম, এ, আযীয ও সভাপতি সাহেব। সভা শেষে উপস্থিত খোদ্দাম, আতফাল, লাজনা, নাসেরাত ও আনসার সবাইকে মিষ্টি দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। সভার কাজ দীর্ঘ ২ঘণ্টা ১৫ মিঃ চলে। ইজতেমায়ী দোওয়ার মাধ্যমে সভার কর্মসূচী শেষ হয়। আলহামদু লিল্লাহ

খাকসার—মোহাম্মদ আবুল হোসেন

খুলনা ঃ

(২) পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালার অপার অনুগ্রহে খুলনা আঞ্জুমানে আহমদীয়ার উদ্যোগে গত ২০শে ফেব্রুয়ারী বাদ জুমুআ হ'তে আসর পর্যন্ত মহান মুসলেহ মওউদ (রাঃ) দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব আশরাফ উদ্দিন আহমদ, প্রেসিডেন্ট, খুলনা আঞ্জুমান-ই-আহমদীয়া। সভার শুরুতে কুরআন করীম তেলাওয়াত করেন জনাব মুহাম্মাদ নূরুল্লাহ। অতঃপর সভাপতি সাহেব উদ্বোধনী দোয়া করান। অনুষ্ঠানে হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ)-এর রচনাবলীর আলোকে তাঁর অবদানের উপর বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব আহসান জামিল, আবদুর রাজ্জাক, মোঃ শামসুর রহমান, ও হাসিব আহসান। মুসলেহ মওউদ-এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী এবং উহার পূর্ণতার কয়েকটি দিকের উপর নাতিদীর্ঘ বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ আব্দুল আযীয। পরিশেষে সভাপতির ভাষণে জনাব আশরাফ উদ্দিন আহমদ হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ)-এর পবিত্র জীবনীর উপর রীতিমত গবেষণার আহ্বান জানিয়ে ইলাহী সিলসিলার খেদমতের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত গ্রহণ পূর্বক উৎসাহিত হ'তে আহ্বান জানান। বক্তৃতার মাঝে নযম পরিবেশন করে সভার ভাব গাম্ভীর্যকে মনোমুগ্ধকর রাখতে সহায়তা করেন জনাব নূরুদ্দীন আহমদ ও তিফল্ আবুল বাশার তাসলিম আহমদ। জনাব আব্দুর রাজ্জাক সাহেবের পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলকে আপ্যায়নের ব্যবস্থা সম্পন্ন করে সকরুণ দোয়ার দ্বারা সভার কাজ সম্পন্ন করা হয়।

রিপোর্টার—আবদুল আযীয

নাসেরাবাদ ঃ

(৩) গত ২০শে ফেব্রুয়ারী বাদ জুমুআ নাসেরাবাদ আঞ্জুমানে আহমদীয়ায় মুসলেহ মওউদ দিবস উদযাপন করা হয়। জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তাগণ হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ)-এর জীবনী ও হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর তদসংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর উপর ব্যাপক আলোচনা করেন সর্বজনাব মোঃ মামুন-অর রশিদ, মোঃ জহির উদ্দীন, মোঃ মজিবর রহমান, মোঃ হারেজ উদ্দিন সভাপতির ভাষণ দান করে ইজতেমায়ী দোওয়া করা হয়। পরে মিষ্টি বিতরণ করা হয়। উক্ত সভায় প্রায় ৩০জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। রিপোর্টার—মোঃ মজিবর রহমান

চট্টগ্রাম ঃ

(৪) আল্লাহ্‌তায়ালার অশেষ ফজলে চট্টগ্রাম আঞ্জুমানে আহমদীয়ার উদ্যোগে গত ২০শে ফেব্রুয়ারী ৮৭ইং তারিখ বাদ জুমুআ মুসলেহ মওউদ দিবস উপলক্ষে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান সদর থেকে আগত বিশিষ্ট মেহমানদের উপস্থিতিতে অত্যন্ত সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হয়। আল হামদুলিল্লাহ। জনাব আমানুল্লাহ খান সাহেবের পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে

সভার কাজ শুরু হয়। নযম পাঠ করে শোনান জনাব বোখারুল ইসলাম (বোখারী)। এরপর মুসলেহ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী ও মুসলেহ মওউদ দিবসের তাৎপর্য বর্ণনা করে জ্ঞান-গর্ভ ও মর্মস্পর্শী বক্তব্য প্রদান করেন যথাক্রমে মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব, সদর মুরুব্বী, মোহতারম হাফেয মোজাফ্‌ফর আহমদ সাহেব, নায়েব সদর, মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া মরকযীয়া ও অধ্যাপক জামেয়া আহমদীয়া। অতঃপর সভার সভাপতি স্থানীয় জামাতের আমীর গোলাম আহমদ খান সাহেবের সমাপ্তি ভাষণ ও দোওয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শেষ হয়।

এইভাবে ঢাকা আঃ আঃ-এর উদ্যোগে ২২শে ফেব্রুয়ারী মুসলেহ মাওউদ দিবস পালিত হয়। দেশের অন্যান্য জামাত থেকেও অনুরূপ খবর আসছে। আগামী সংখ্যায় তা বিস্তারিত প্রকাশ করা হবে ইনশাআল্লাহ। (আহমদী রিপোর্ট)

মোয়াল্লেমের অন্তর্ধান (অবশিষ্টাংশ ৪৫ পাতার পর)

আঞ্জুমানে আহমদীয়া, বাংলাদেশ-এর নায়েব আমীর-১ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় জামাতের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ মরহুমের জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে তাঁর কাজের প্রতি পূর্ণ একাগ্রতা এবং কর্তব্যপরায়ণতার স্বীকৃতি প্রদান করেন। দায়ী ইলাল্লাহর কাজে তাঁর স্বকীয় পদ্ধতি, কৌশল এবং কুরবানীর অদম্য স্পৃহারও ভূয়সী প্রসংশা করা হয়। মৌলভী সাহেবের রূহের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ইজতেমায়ী দোওয়া করা হয়।

এই শোক প্রস্তাবের কপি মরহুমের শোক সন্তপ্ত পরিবারের সদস্যবৃন্দের নিকট এবং হুজুর আকদাস খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)-এর নিকট দোওয়ার অনুরোধ জানিয়ে পাঠানোর জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। (আহমদী রিপোর্ট)

ইউনাইটেড চা মানেই ভাল চা

UNITED TEA COMPANY DHAKA

ইউনাইটেড টি কোং

ইউনাইটেড চা স্বাদে, গন্ধে ও তৃপ্তিতে অতুলনীয়

বাগানের সেরা চায়ের আদর্শ প্রতিষ্ঠান

১০৩, দক্ষিণ মুগদাপাড়া, ঢাকা-১৪

অশীতি বর্ষীয়ান সদর মোয়াল্লেমের অন্তর্ধান !

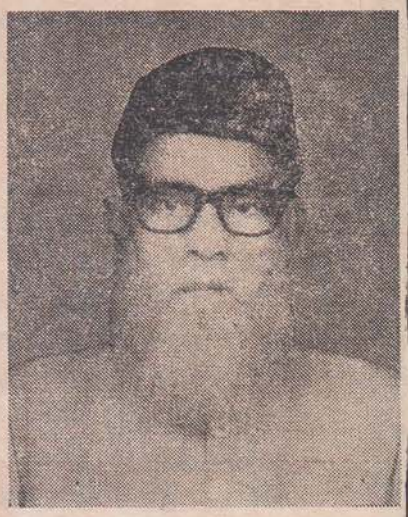

আমরা অতি দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানাচ্ছি যে, আঞ্জুমানে আহমদীয়া, বাংলাদেশ-এর অধীনে কর্মরত সদর মোয়াল্লেম মৌঃ মনওয়ার আলী সাহেব ২২শে ফেব্রুয়ারী '৮৭ রোজ রবিবার রাত্র ৯ ঘটিকার সময় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া স্বগ্রাম শামসপুরে (জিলা চাঁদপুর) ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহে·····রাজেউন) এই সময় মরহুমের আনুমানিক বয়স ছিল ৮৬ বৎসর। তাঁর এক পারিবারিক হিসাবে জানা যায় যে, তিনি ৫২ বৎসর পূর্বে আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন এবং দীর্ঘ ৩৫ বৎসর যাবৎ সিলসিলার খেদমত করেন। ১৯৫২ সনে তিনি আল্লামা যিল্লুর রহমান (রঃ)-এর নিকট মোয়াল্লেম ট্রেনিং গ্রহণ করেন। তিনি একজন ভাল ক্বারীও ছিলেন।

সদাহাস্যোজ্জ্বল এই মানুষটি নিরলস ভাবে অতি নিষ্ঠার সাথে জামাতের খেদমত করে গিয়েছেন। দাঈ ইলাল্লাহর কাজে তিনি একাত্ম হ'য়ে গিয়েছিলেন। তবলীগ না করতে পারলে যেন তিনি সুস্থ বোধ করতেন না। এমন কি মৃত্যুর কয়েক ঘন্টা আগেও তিনি তাঁর গ্রামের কতিপয় ব্যক্তিকে দীর্ঘসময় ধরে তবলীগ করে গেছেন বলে জানা যায়।

মৃত্যুকালে তিনি তাঁর ২ স্ত্রী, ৫ পুত্র, ৭ কন্যা এবং অনেক নাতি নাতিনী রেখে গেছেন আমরা এই মোজাহেদের জন্য পরম করুনাময় আল্লাহ্‌তায়ালার দরবারে দোওয়া করি যেন তিনি মরহুমের সকল প্রচেষ্টাকে কামিয়াব করেন, তাঁকে মাগফিরাত দান করেন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে উচ্চ মোকাম দান করেন। তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারের নিকট আমরা গভীর শোক ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করছি। দোওয়া করছি যেন আল্লাহ্‌তায়ালা তাদেরকে 'সবরে জামীল' দান করেন এবং মরহুমের জীবনাদর্শে পরিচালিত করেন।

মরহুমের মৃত্যুর খবর আঞ্জুমানে পৌঁছার সাথে সাথে মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের নির্দেশক্রমে সদর মুরুব্বী মৌলানা আবদুল আযীয সাদেক সাহেব, সেক্রেটারী ইসলাহ ও ইরশাদ জনাব মাযহারুল হক সাহেব এবং ইন্সপেক্টর বায়তুল মাল জনাব মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান সাহেব মরহুমের গ্রামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যান। কুমিল্লা জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব আলী আকবর ভূইয়া সাহেবের নেতৃত্বে সেখান থেকে লাজনা এমাউল্লাহর ২ জন সদস্যাসহ ১০জন আহমদী সেখানে উপস্থিত হন! বেলা ৪-৩০ মিঃ সময় মরহুমের জানাযার নামায পড়ান মৌলানা আবদুল আযীয সাদেক সাহেব, এবং বিকাল ৫ ঘটিকার সময় মরহুমের পারিবারিক গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। দাফন-কাফনের কাজে মরহুমের গয়ের আহমদী আত্মীয় স্বজন এবং পাড়া প্রতিবেশী পূর্ণ সহযোগীতা করেন। আল্লাহ্‌তায়ালা তাদের জাযায়ে খায়ের দান করুন।

এখানে আরও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী রোজ শুক্রবার জুমুয়ার নামাযের পর দারুত তবলীগ মসজিদে মরহুমের গায়েবানা জানাযার নামায পড়া হয়।

পরে ঢাকা জামাতের সদস্যবৃন্দ নায়েব আমীর-১ জনাব ভিজির আলী সাহেবের সভাপতিত্বে 'যিকরে খায়ের' সভায় মিলিত হয়ে মরহুমের অপ্রত্যাশিত মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন এবং নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করেন :—

(অবশিষ্টাংশ ৪৪-এর পাতায় দেখুন)